ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯, মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৫ তম বর্ষ ■ ৮ম সংখ্যা ■ কেশব ৫৩৫ ■ ডিসেম্বর ২০২১

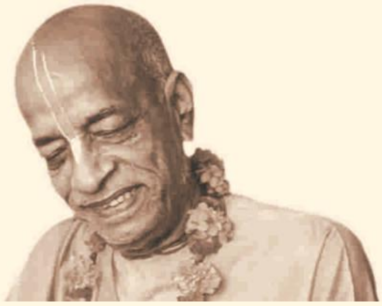

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী
ভগবানকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করুন
ভগবানের ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ আত্মাকে প্রকৃতি জড় দেহে প্রবেশ করাচ্ছে। কেউ খেয়াল করে না। এই হলো মূর্খতা। যদি আমরা ধরি আপনি আপনার গবেষণাগারে একজন মানুষ বা প্রাণী তৈরী করেন, তাতেই বা আপনার কৃতিত্ব কোথায়? আপনি অবশেষে একটি মাত্র মানুষ বা প্রাণী তৈরী করেছেন এবং ভগবান লক্ষ লক্ষ সৃষ্টি করেছেন।

৪

৬ আচার্য বাণী
এই জগতে মানব জন্মের গুরুত্ব
ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন হয়। ভগবানের প্রতি আসক্তির ফলে স্বাভাবিকভাবে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি আসে। এই বিরক্তিই ব্রহ্মচর্যের ভিত্তি। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত দিব্য গুণাবলী ভক্তের চরিত্রে প্রকাশিত হয়।

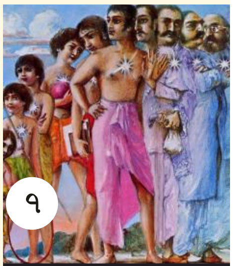
৭

১২

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ
গীতা জয়ন্তীর তাৎপর্য
গীতার বাণী শুধুমাত্র হিন্দু বা ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত হয়নি। এই বাণী সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রদত্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মহান জ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই জ্ঞানরূপী মুক্তার নিকট আশ্রয় খুঁজেছেন। বিশ্বখ্যাত নেতৃবর্গ যথা গান্ধী, চার্চিল, আইনস্টাইন, নিউটন এবং অন্যান্য বহুজন এই জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ
ভগবানের দিব্যনাম প্রচারই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা
ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত দিব্য গুণাবলী ভক্তের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। যেহেতু এই জগতের মানব জন্মের মাধ্যমে আত্ম-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আত্মার জড়-বন্ধন মুক্তি লাভ হয়, তাই এই জগতে আমাদের এই মানব জন্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

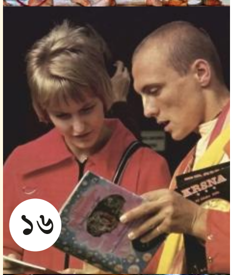
১৬

২৪

১৮ পরিচয়
খ্যাতি
মনুষ্য জীবনটা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জীবনেই আমাদের ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ থাকে। তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে পারি।

২৩ শাস্ত্র কথা
ব্রহ্মসংহিতা
দুর্গা বা মহামায়া শ্রীভগবানের ইচ্ছা অনুরূপ আচরণ বা যত্ন করে থাকেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা বলতে বোঝায় সমস্ত জীব স্বতন্ত্রভাবে প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত থাকবে। তাহলে জীবও আনন্দময় থাকবে।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী
জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব কি?
দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা-কল্পনা। অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সত্যকে জানবার সাধনা করছেন, তাঁরাও অবশেষে কৃষ্ণভাবনায় এসে উপস্থিত হন।

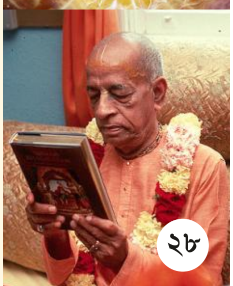
২৮

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর
'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।' এই কথাটি ঠিক কিনা?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ
মুগডালের গোলা রুটি

২০ ইসকন সমাচার
ইসকন ভক্তরা বাংলাদেশের জন্য ২৩শে অক্টোবর বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ কীর্তন সম্পাদন করল

২৯ ছোটদের আসর
ভাস্কর যমরাজকে প্রতারিত করতে চেয়েছিলেন

৩১ ভক্তি কবিতা
কৃষ্ণ! আমি তোমার

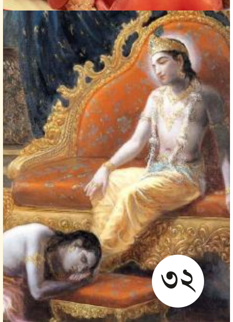
৩২

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

তুমি শোক করো না

ভগবদগীতার পরম আশ্বাসকারী অন্যতম শ্লোক যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ‘‘সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।’’ ভগবদ্গীতা ১৮।৬৬। প্রত্যেকেই এই জগতে ভয়ের সঙ্গে বসবাস করে। আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে ভয় পাই। আমরা কর্মহীন হওয়ার ভয় পাই, আর্থিক অসচ্ছলতার ভয় পাই। আমরা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের ভয় পাই। পর্যাপ্তভাবে বলা যায় যে এই জগতে অগণিত সমস্যা এবং ভয়ের সীমাহীন কারণ বর্তমান। আমরা অধিকাংশ সময়েই এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অসহায় বোধ করি।

এই জগতে কেউই পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে সমর্থ নয়। পারিবারিক সদস্যগণ, বন্ধুবান্ধব, নিকটস্থ প্রিয় জন সকলেই ভয় দ্বারা প্রভাবিত। তাই আমরা তাদের নিকট থেকে সুরক্ষা আশা করতে পারি না। তারা সকলেই শক্তিশালী জড় প্রকৃতির নিকট শক্তিহীন এবং ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে সেই সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তারা কি রূপে অপরকে সুরক্ষা প্রদান করবে? প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্যও এই জড় জগতে যথেষ্ট উপযোগী নয়। কারণ মহান ও শক্তিশালী সম্রাটরাও মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যখন তাঁরা জীবিত ছিলেন, কালাতিপাত করেছেন আশঙ্কায়। ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য হলো অস্থায়ী।

কিন্তু কৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি ‘অহং সর্বস্য প্রভবো/মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে’। (ভগবদ্গীতা ১০।৮) জড়া শক্তি তাঁর নির্দেশানুসারে কর্ম করে। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে অবগত, সুতরাং তিনিই একমাত্র আমাদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম। তিনি আমাদের পরম পিতা, ‘অহম্ বীজপ্রদ পিতা’। (ভগবদ্গীতা ১৪।৪) তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রেমময় সম্পর্ক চান। শ্রীকৃষ্ণ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমাদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখতে চান না। তাই তিনি আমাদেরকে ফিরে আসতে বলছেন এবং নির্ভয় জীবন যাপন করতে বলছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাণী নিস্ফল হতে পারে না। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনকে প্রবল পরাক্রমী যোদ্ধা ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ থেকে কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করেছেন। আমাদের নিকট প্রহ্লাদ মহারাজের উদাহরণও বর্তমান। পরমেশ্বর ভগবান তাকে কিভাবে সমগ্র জগতের সম্রাট অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে সর্বদা রক্ষা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে অঙ্গীকার করছেন যে যদি আমরা তাঁর শরণাগত হই তাহলে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন, ‘‘কেন তুমি এত ভয়ের সঙ্গে জীবন যাপন কর? আমার নিকট এস এবং আমি তোমার সকল দুর্দশা মোচন করবো। তখন তুমি নির্ভয়ে জীবন যাপন করতে পারবে।’’ শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, ‘‘মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। দেহ ও আত্মার সংরক্ষণের জন্য দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীকৃষ্ণ সেটি দেখবেন।’’

এই মাসে আমরা গীতা জয়ন্তী উৎসব পালন করছি। গীতা জয়ন্তী হলো সেই দিন যে দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পরম অব্যয় জ্ঞান অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন। ভগবদ্গীতার জ্ঞান শ্রবণ করার পর অর্জুন তার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছিলেন এবং এই গীতার জ্ঞান তার ব্যক্তিগত জীবনেও প্রয়োগ করেছিলেন, যদি আমরাও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা যথাযথ রূপে অনুসরণ করি তাহলে আমরাও আমাদের জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার নির্ভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবো এবং পরিশেষে জয়লাভ হবে।

১৯৭৪ সালের ৬ই জুন জেনেভায় প্রাতঃভ্রমণকালে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁর কতিপয় শিষ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়েছিল।

ভগবানকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করুন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

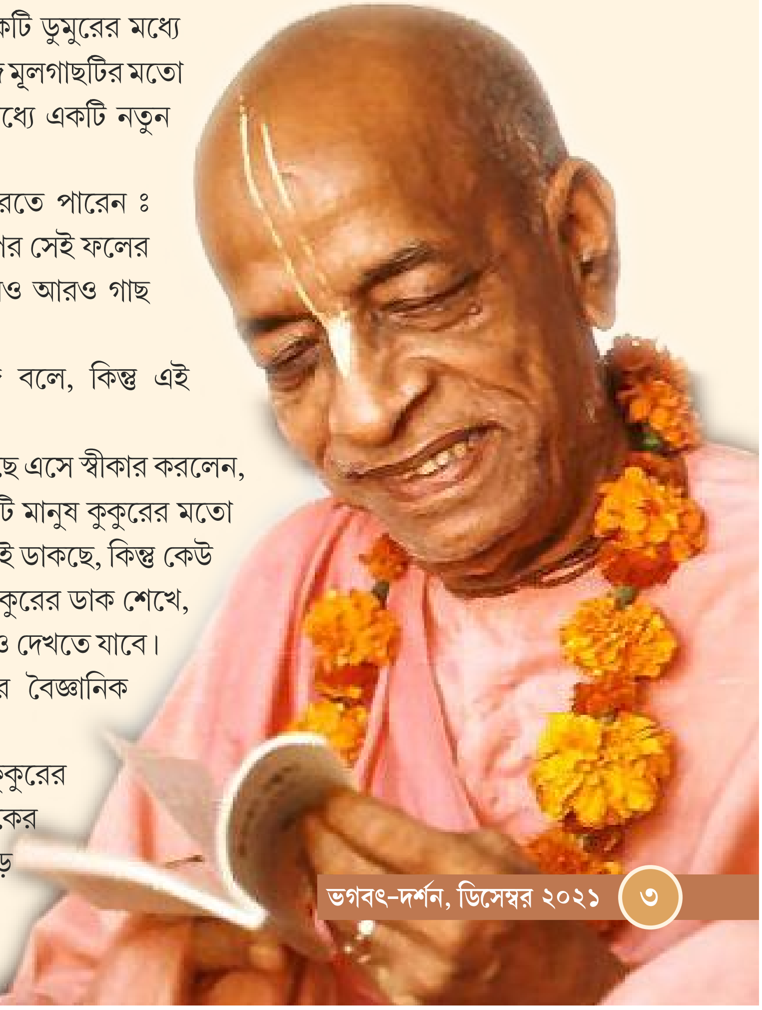

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই ডুমুরটির দিকে তাকাও। এই একটি ডুমুরের মধ্যে তুমি হাজার হাজার বীজ দেখতে পাবে এবং প্রতিটি ছোট্ট বীজ মূলগাছটির মতো বড় গাছ উৎপাদন করতে সক্ষম। প্রতিটি ছোট্ট বীজের মধ্যে একটি নতুন সম্পূর্ণ ডুমুর গাছ রয়েছে।

এখন কোথায় সেই রসায়নবিদ যিনি এই জিনিষ করতে পারেন ঃ প্রথমে একটি গাছ তৈরী করে, গাছটিতে ফল ফলিয়ে তারপর সেই ফলের বীজ উৎপাদন করে এবং পরিশেষে বীজগুলি থেকে আরও আরও গাছ উৎপন্ন করা? আমাকে বলো কোথায় সেই রসায়নবিদ?

শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, তারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলে, কিন্তু এই রসায়নবিদদের কেউই এইরকম কাজ করতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ একদা এক বড় রসায়নবিদ আমার কাছে এসে স্বীকার করলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হলো সেইরকম যেমন, একটি মানুষ কুকুরের মতো ডাকতে শিখেছে। অনেক অনেক স্বাভাবিক কুকুর ইতিমধ্যেই ডাকছে, কিন্তু কেউ মনোযোগ দেয় না। কিন্তু যদি একজন মানুষ কৃত্রিমরূপে কুকুরের ডাক শেখে, তখন অনেক লোক দশ ডলার, কুড়ি ডলারের টিকিট কেটেও দেখতে যাবে। শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম কুকুরকে দেখার জন্য। আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এইরকম।

যদি একজন মানুষ প্রকৃতির কৃত্রিম অনুকরণ করে, কুকুরের ডাক ডাকে, মানুষ পয়সা দিয়েও দেখতে যায়। স্বাভাবিক ডাকের ক্ষেত্রে কেউ খেয়ালই করে না। যখন এই সকল বড়

তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মূর্খেরা দাবী করে যে তারা জীবন সৃষ্টি করতে পারে, মানুষ তাদের সকল প্রকার প্রশংসা ও পুরস্কার প্রদান করে। ভগবানের নিখুঁত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ জীবাত্মার জন্ম হচ্ছে — কেউ খেয়াল করে না। মানুষ ভগবানের প্রক্রিয়াকে বিশেষ কৃতিত্ব দেয় না।

সেই মূর্খ যে জড়জাগতিক রাসায়নিক উপাদান থেকে জীব সৃষ্টির আকাশকুসুম প্রকল্প রচনা করেছে, তাকে সকল কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে, দেখ ঃ নোবেল পুরস্কার। “ওহ, এই হলো সৃষ্টিশীল মেধা।” এবং ভগবানের ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ আত্মাকে প্রকৃতি জড় দেহে প্রবেশ করাচ্ছে। কেউ খেয়াল করে না। এই হলো মূর্খতা।

যদি আমরা ধরি আপনি আপনার গবেষণাগারে একজন মানুষ বা প্রাণী তৈরী করেন, তাতেই বা আপনার কৃতিত্ব কোথায়? আপনি অবশেষে একটি মাত্র মানুষ বা প্রাণী তৈরী করেছেন এবং ভগবান লক্ষ লক্ষ সৃষ্টি করেছেন। সেইহেতু আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কৃতিত্ব দিতে চাই যিনি আমাদের প্রতিদিনের দেখা জীবাত্মাদের সকলকে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি করেছেন।

শিষ্য ঃ প্রভুপাদ, আপনার অ্যালডাস হাক্সলেকে মনে আছে, যিনি ব্রেডনিউ ওয়ার্ল্ডে বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ উৎপন্ন করার জন্য জিনগত শিশু গবেষণা প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। ধারণাটি ছিল এক গুণসম্পন্ন স্ট্রেইন নিয়ে কর্মী শ্রেণীর মানুষ উৎপন্ন করা, অপর গুণসম্পন্ন স্ট্রেইন নিয়ে প্রশাসক শ্রেণীর মানুষ উৎপন্ন করা। এবং অপর গুণসম্পন্ন স্ট্রেইন নিয়ে এক শ্রেণীর সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ, একশ্রেণীর উপদেষ্টা এবং পণ্ডিত মানুষ উৎপন্ন করা।

ভগবানের ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ আত্মাকে প্রকৃতি জড় দেহে প্রবেশ করাচ্ছে। কেউ খেয়াল করে না। এই হলো মূর্খতা।

যদি আমরা ধরি আপনি আপনার গবেষণাগারে একজন মানুষ বা প্রাণী তৈরী করেন, তাতেই বা আপনার কৃতিত্ব কোথায়? আপনি অবশেষে একটি মাত্র মানুষ বা প্রাণী তৈরী করেছেন এবং ভগবান লক্ষ লক্ষ সৃষ্টি করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ পুনরায়, ভগবানের স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই রয়েছে। *গুণকর্মবিভাগশঃ* পূর্ব জন্মের গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই জন্মে জীব উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ তমো গুণসম্পন্ন কর্ম করে তাহলে সে নিম্নযোনির দেহ প্রাপ্ত হবে এবং কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবনধারণ করবে। যদি কেউ রজোগুণসম্পন্ন কর্ম করে, সে রজোগুণসম্পন্ন দেহপ্রাপ্ত হবে এবং অন্যান্যদের প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। যদি কেউ সত্ত্বগুণসম্পন্ন কর্ম করে, সে সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেহ প্রাপ্ত হবে এবং অপরকে জ্ঞান ও উপদেশ প্রদান করবে। সুতরাং দেখ; ভগবান ইতিমধ্যেই যথার্থ ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন। প্রতিটি আত্মা তার কাম্য ও উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থা

প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন নাগরিক প্রাপ্ত হয়। আপনার এই গুণ উৎপন্ন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। ভগবান তাঁর স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ আত্মাকে বিশেষ দেহ প্রদান করেন। যা ভগবান এবং প্রকৃতি ইতিমধ্যেই যথার্থরূপে করছেন সেটি অনুকরণ করা কেন? আমি আমার কাছে যে বৈজ্ঞানিক এসেছিলেন তাকে বললাম, ''আপনারা বৈজ্ঞানিকেরা—আপনারা শুধুই সময় নষ্ট করছেন।'' বালখিল্য। তারা শুধু কুকুরের ডাক নকল করছে। বৈজ্ঞানিকের প্রকৃত কুকুরের প্রকৃত ডাকের প্রতি খেয়ালও করেন না, কৃতিত্বও দেন না। যখন কুকুর ডাকে সেইটি বিজ্ঞান নয়। যখন কৃত্রিম কুকুর ডাকে, সেটি বিজ্ঞান। তাই নয় কি? ভগবানের স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনার যে পর্যন্ত অনুকরণ করেন তা বিজ্ঞান।

শিষ্য ঃ প্রভুপাদ যখন আপনি শুনেছিলেন বিজ্ঞানীরা দাবী করছেন যে তারা টেস্টটিউবে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, আপনি বলেছিলেন ''কিন্তু ইতিমধ্যেই তা মায়ের জরায়ুতে হয়েছে। জরায়ু হলো একটি যথার্থ টেস্টটিউব।''

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। প্রকৃতি ইতিমধ্যেই এইসকল যথার্থভাবে করছে। কিন্তু কিছু গর্বিত বিজ্ঞানী স্থূল অনুকরণ করছেন—প্রকৃতির উপাদানগুলি ব্যবহার করে এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে একটি শিশু উৎপাদনের কি বক্তব্য আসুন দেখি— বিজ্ঞানীরা তাদের গর্বিত গবেষণাগারে একটি ঘাসও উৎপাদন করতে পারে কিনা।

শিষ্য ঃ তাদের ভগবানকে এবং প্রকৃতিকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা উচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

শিষ্য ঃ প্রকৃতই। আমি ভাবি তাদের আপনাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা উচিত। এতো মূর্খ নাস্তিকদের ভগবানের ভক্তে পরিণত করেছেন আপনি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ওহ্ আমি ''স্বাভাবিক কুকুর'', সুতরাং তারা আমাকে কোন পুরস্কার দেবে না। (হাসি) তারা কৃত্রিম কুকুরদের পুরস্কৃত করবে।

আচার্য বাণী

এই জগতে মানব জন্মের গুরুত্ব

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

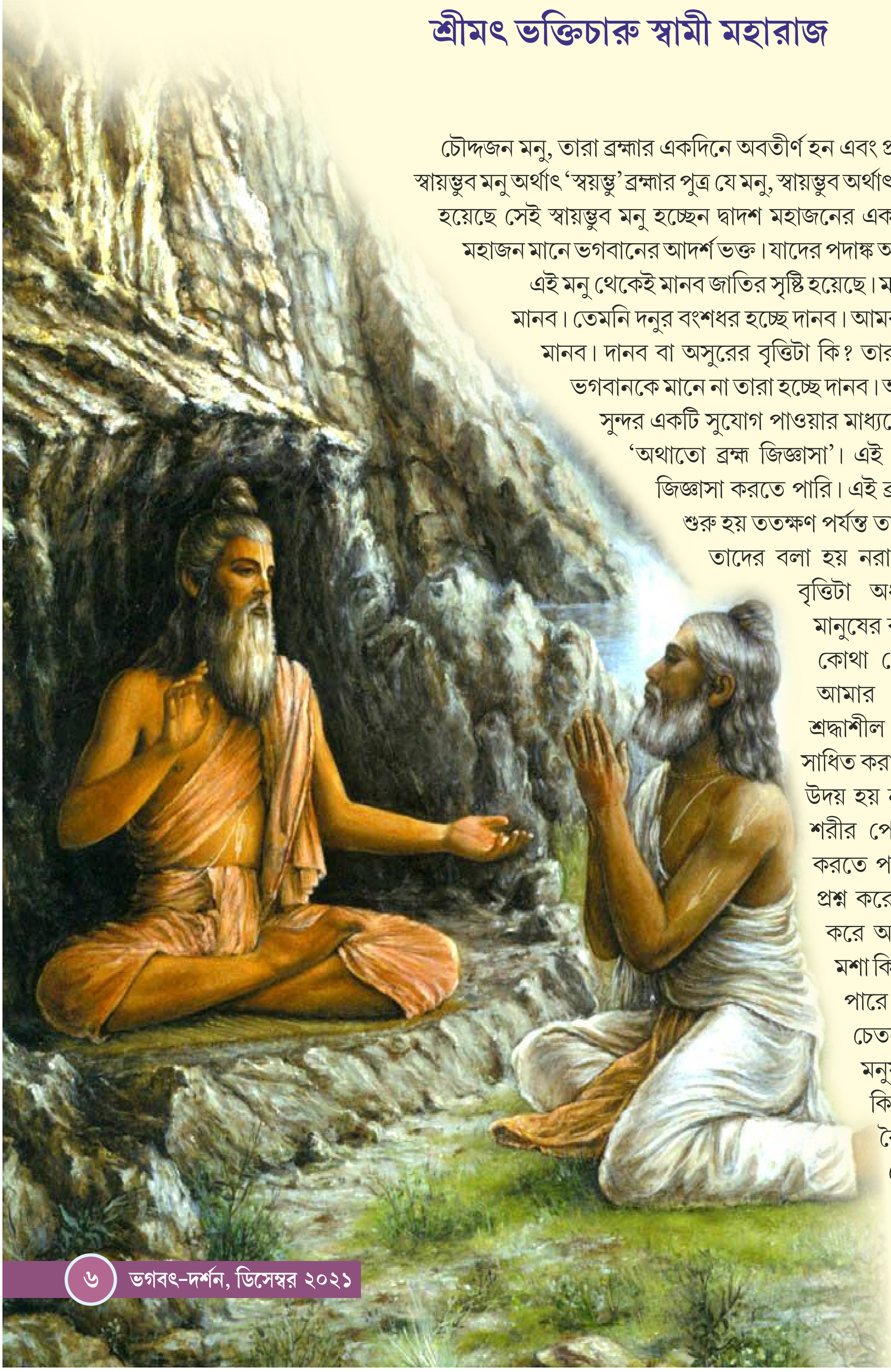

চৌদ্দজন মনু, তারা ব্রহ্মার একদিনে অবতীর্ণ হন এবং প্রথম মনু হচ্ছেন স্বায়ম্ভুব মনু। স্বায়ম্ভুব মনু অর্থাৎ 'স্বয়ম্ভু' ব্রহ্মার পুত্র যে মনু, স্বায়ম্ভুব অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার থেকে যার উদ্ভব হয়েছে সেই স্বায়ম্ভুব মনু হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের একজন। ব্রহ্মা একজন মহাজন। মহাজন মানে ভগবানের আদর্শ ভক্ত। যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা মানুষের কর্তব্য। এই মনু থেকেই মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে। মনুর বংশধর বলে আমরা হচ্ছি মানব। তেমনি দনুর বংশধর হচ্ছে দানব। আমরা কি দানব হব না মানব হব? মানব। দানব বা অসুরের বৃত্তিটা কি? তারা ভগবানকে মানে না। যারা ভগবানকে মানে না তারা হচ্ছে দানব। আর মানব কারা? যারা অত্যন্ত সুন্দর একটি সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার শুরু করেছে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। এই মানব জীবনেই আমরা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করতে পারি। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যতক্ষণ পর্যন্ত না শুরু হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরটা মানুষের হলেও তাদের বলা হয় নরাধম। শরীরটা মানুষের কিন্তু বৃত্তিটা অধম, মানুষের মতো নয়। মানুষের বৃত্তিটা হচ্ছে আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম, এবং কি করা আমার কর্তব্য, এই সব বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই উদ্দেশ্যগুলিকে সাধিত করা। অন্য জীবনে এই প্রশ্নগুলির উদয় হয় না। আমরা যদি একটি পশুর শরীর পেতাম তাহলে কি আমি প্রশ্ন করতে পারতাম, আমি কে? কুকুর কি প্রশ্ন করে আমি কে? বেড়াল কি প্রশ্ন করে আমি কে? বাঘ কি প্রশ্ন করে, মশা কি প্রশ্ন করে, এরা কি প্রশ্ন করতে পারে আমি কে? তাদের সেই চেতনার বিকাশ হয় নি। কিন্তু মনুষ্য শরীরের একটি বৈশিষ্ট্য কি? মনুষ্য শরীর প্রাপ্তির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে তার চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করে, সে ভগবদ্ চেতনা লাভ করতে পারে।

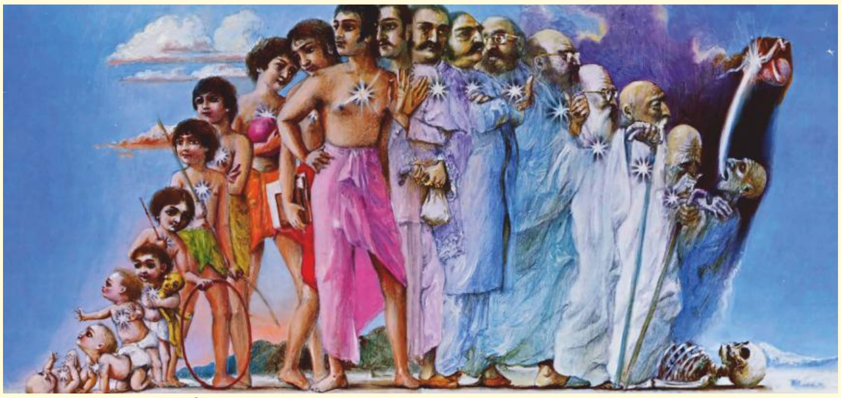

সাধারণত এই জড়-জগতে ভৌতিক জীবন কিরকম? 'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ' এটি হচ্ছে পশুর প্রবৃত্তি। পশুরা কি করে? তারা চেষ্টা করে কোথায় খাবার পাওয়া যায়। আর যখন পেট ভর্তি থাকে তখন কি? এখন একটু ঘুমানো যাক। আহার ও নিদ্রা। এর পরের বিষয় ভয় থেকে আত্মরক্ষা করা। সকলেই ভয় থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। যেমন একটা ইঁদুরের ভয় বেড়াল থেকে, একটা বেড়ালের ভয় কুকুর থেকে, একটা কুকুরের ভয় বাঘ থেকে, বাঘের ভয় সিংহ থেকে, সিংহের ভয় অন্য সিংহ থেকে। এইভাবে সকলেই সর্বত্র ভীত সন্ত্রস্ত। তাই সবসময় প্রচেষ্টা করে কি করে আত্মরক্ষা করা যায়। সেজন্য দেখা যায় ওরা সবসময় চঞ্চল। বনে গেলে দেখা যায় একটা হরিণ ঘাস খাচ্ছে কিন্তু ওর কান দুটি খাড়া হয়ে আছে। যদি একটু শব্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। এটাই হচ্ছে পশুর প্রবৃত্তি। আহার নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন। তবে পশুদের সঙ্গে মানুষের এই একটা পার্থক্য যে-সাধারণত পশুদের যে মৈথুনেচ্ছা এইটা প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত এই ইচ্ছা সাধন করার একটা প্রবৃত্তি থাকে।

সেইজন্যই মনুষ্য জীবনের কর্তব্য হচ্ছে আমরা কি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকব না, আমরা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করব । এই প্রশ্ন বিষয়ে যত্ন করা। আমি কে? 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?' এটা শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে। এই যে আমি কে, এই প্রশ্নটা কখন আসে? যখন মনে কষ্ট হয়, যখন আমরা দুঃখ দুর্দশা ভোগ করি। যখন আনন্দে থাকি তখন এই প্রশ্ন জাগে না। যখনই দুঃখ আসে তখনই এই প্রশ্ন আসে।

আপনারা মৃতদেহ দাহ হতে দেখেছেন শ্মশানে? তখন মনে কি চিন্তা আসে? যখন শ্মশানে আপনজনের পরিচিত জনের দেহটা ভস্মীভূত করা হয় আগুনে, তখন মনে কি প্রশ্ন আসে? এই প্রশ্ন আসে না? অন্তত আমি কে এই প্রশ্ন হওয়ার আগে এই প্রশ্ন আসে এই জীবনের বৈশিষ্ট্যটি কোথায়? এই লোকটা যে এতদিন বেঁচে ছিল, আজকে তিনি আর নেই। তার দেহটা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তার দেহে আর জীবন নেই। তার দেহটাকে এখন পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তখন মনে প্রশ্ন জাগে

> ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত দিব্য গুণাবলী ভক্তের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। যেহেতু এই জগতের মানব জন্মের মাধ্যমে আত্ম-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আত্মার জড়-বন্ধন মুক্তি লাভ হয়, তাই এই জগতে আমাদের এই মানব জন্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমারও *নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।* দেহটা একসময় এই অবস্থায় পরিণত হবে। আমাদের সকলের দেহের এই পরিণতি। একসময় আমি এই দেহটি ছেড়ে চলে যাব। যখন দেহটি ছেড়ে চলে যাব তখন কি হবে। তখন দেহটি শশ্মানে নিয়ে গিয়ে ভস্মীভূত করা হবে। তাহলে প্রশ্ন জাগে না, আমি কে? আমি কি এই শরীর? আমি যদি এই শরীর হই তাহলে আমার পরিণতি শেষ পর্যন্ত এই, যেটা শ্মশানে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এখন এভাবে যখন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হয় তখনই পারমার্থিক চিন্তার উদয় হয়। যখন তাদের হৃদয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় অথবা যারা সৎ বৈষ্ণবের সান্নিধ্য লাভ করে, ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণবের সান্নিধ্য লাভ করে তখন তারা জানতে পারে তারা কে। আমরা কি সকলেই জানতাম আমরা আত্মা আমরা শরীর নই। এটা জানতাম কি? আবছাভাবে জানলেও

ঠিকমতো জানা ছিল না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে আসার ফলে কি হলো, আমরা যথাযথভাবে বা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জানতে পারলাম যে আমি আমার এই দেহটি নই? এর আগে কি মনে করতাম আমরা? এই শরীরটি আমি। কিন্তু ভক্তের সান্নিধ্যে আসার পরে কি জানতে পারলাম? শরীরটি আমি নই। ভক্ত মনগড়া কথা বলেন না। ভক্ত কি করেন? তিনি কৃষ্ণের কথা ভগবদ্গীতা থেকে আমাদের জানান—'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা'। তাই তো আমি যখন একটা ছোট্ট শিশু ছিলাম তখন যে শরীরটা ছিল আজকে তো সেই শরীরটা নেই! সেই শরীরটার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন হলেও আমি কি অন্য ব্যক্তি হয়ে গেছি, না আমি কি সেই একই ব্যক্তি আছি?

আমরা সকলেই আমাদের পাঁচ বছরের 'আমরা' আর আজকের 'আমরা' একই আমি, কিন্তু শরীরটা কি এক শরীর আছে? শরীরটার পরিবর্তন হয়েছে। কেননা এই জড় জগতের সমস্ত বিষয়ই ক্ষয়িষ্ণু। আমাদের এই শরীরটি যেহেতু জড় তত্ত্ব। তাই এই শরীরটিও ক্ষয়িষ্ণু। প্রতিটি জড় বস্তুর মতোই এই শরীরটিরও উদ্ভব ও বিনাশ রয়েছে। কিন্তু যার উপস্থিতির প্রভাবে শরীর সচল থাকে, সেই 'প্রকৃত আমি'—আত্মা, চিন্ময় তত্ত্ব। আত্মা নিত্য তত্ত্ব। তা ক্ষয়শীল বা বিনাশশীল নয়।

আমাদের অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত আলয় হচ্ছে চিন্ময়লোক, ভগবদ্ধাম। এই জড় জগত নয়। কিন্তু কোন কারণে আমরা জড় জগতে পতিত হয়ে, জড় জগতের দেহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বিভিন্ন প্রকার দেহ রয়েছে। কিন্তু সর্বোত্তম দেহ হলো এই মনুষ্য দেহ। কেননা এই মনুষ্যদেহ ধারণের মাধ্যমেই জড় জগতে পতিত আত্মা চিন্ময় জগতে ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে একমাত্র এই মানব দেহেই 'আমি কে' এই প্রশ্ন করা সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমেই পারমার্থিক অনুশীলনের বিকাশ সম্ভবপর হয়।

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ, সেটি হচ্ছে এই জড় জগতে জীবকে বেঁধে রাখার প্রাকৃতিক আয়োজন। তাই এই জড় জগতকে বলা হয় মৈথুনাগার। অর্থাৎ মৈথুনের বন্ধন সমন্বিত কারাগার। জীব যদি এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে মৈথুন কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই মৈথুন বাসনা মুক্ত হওয়ার নামই ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ জীবনীশক্তির আধার বীর্য ধারণ। মানুষের চেতনা যে দিকে ধাবিত হয় তার বীর্যও সেই দিকে প্রবাহিত হয়। মানুষ যখন জড় জগতকে ভোগ করার চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তার বীর্য সেই দিকে প্রবাহিত হয়ে তার জীবনী শক্তি দেহ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু তার চেতনা যখন পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন তার বীর্য ঊর্ধ্বগামী হয়ে আত্মার আত্মা পরমাত্মার দিকে গমন করে। তার হৃদয়ে তখন কৃষ্ণ সূর্য উদিত হয়ে তার চেতনাকে উদ্ভাসিত করে। পূর্বে সূর্যের উদয় হলে, সেই আলোকে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, চারপাশের সমস্ত বস্তু দেখা যায় এবং নিজেকে দেখা যায়, তেমনই কৃষ্ণসূর্যের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়, চারপাশের সমস্ত বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয় এবং নিজের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয়।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন হয়। ভগবানের প্রতি আসক্তির ফলে স্বাভাবিকভাবে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি আসে। এই বিরক্তিই ব্রহ্মচর্যের ভিত্তি। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত দিব্য গুণাবলী ভক্তের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। যেহেতু এই জগতের মানব জন্মের মাধ্যমে আত্ম-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আত্মার জড়-বন্ধন মুক্তি লাভ হয়, তাই এই জগতে আমাদের এই মানব জন্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়'। এই কথাটি ঠিক কি না ? —**সুশান্ত রায়**, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর ঃ এই কথাটি ঠিক নয়। পাপ বা নোংরা যেখানে রয়েছে সেখানে ঘৃণা করতে যাও, আর যে ব্যক্তি পাপাচার করছে, নোংরামি করছে তাকে কিছু বলো না, ঘৃণা করো না। কেউ যদি খুনী বা চোরকে বলে, 'ওহে তোমার কর্মের দোষ আছে মাত্র, কিন্তু তুমি বেশ ভালো ব্যক্তি, তাই দয়া করে ঐরকম কুকর্ম করবে না।' সেই খুনীও মনে মনে চিন্তা করতে থাকবে 'হে ক্ষমাশীলগণ, যদিও আমি কয়েক হাজার লোকের গলা কেটেছি, আরও কাটবো, আমার কাজটা যতই খারাপ হোক না কেন, আমি ব্যক্তিটা ভালো। নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে দণ্ড দেবেন না।' এভাবে 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়' অর্থ হলো পাপকর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া।

বাস্তবিক 'পাপ' হচ্ছে অমর। তাকে ঘৃণা করে কোনও লাভ নেই। পাপ কারও ক্ষতি করছে না। কিন্তু পাপাচারীই সমাজের ক্ষতি করছে। পাপাচারীই সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে, উদ্বেগ দিচ্ছে। তাই পাপ নয়, পাপীই ঘৃণ্য। বুদ্ধিমান মানুষ জানে যে, কেউই সাক্ষাৎ পাপপুরুষকে দণ্ড দেয় না, পাপাচারী ব্যক্তিকেই দণ্ড দেয়।

প্রশ্ন ২। সতী কাকে বলে ? অহল্যা কুন্তী দ্রৌপদী তারা—উনারা কিভাবে সতী ?

উত্তর ঃ যে নারীর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিদ্যমান তিনিই 'সতী' পদবাচ্য হন—**প্রথমত**, তিনি পরম সত্যের পূজারী হবেন। অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবানের একান্ত ভক্ত হবেন। মহামুনি শ্রীল ব্যাসদেব মথুরার ধর্মপ্রাণ রাজা উগ্রসেনের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন—

মন্দোদরী চ শবরী চ পতঙ্গশিষ্যা
তারা তথাত্রিবণিতা নিপূণা ত্বহল্যা।
কুন্তী তথা দ্রুপদরাজসুতা সুভক্তা।
এতাঃ পরং পরমহংসসমাঃ প্রসিদ্ধাঃ।।

''মন্দোদরী, শবরী, পতঙ্গমুনির শিষ্যা তারা, অত্রিপত্নী অনসূয়া, নিপূণা অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী—উনারা শ্রীভগবানের পরম ভক্ত এবং প্রসিদ্ধ পরমহংস স্বরূপা।'' (গর্গসংহিতা, বিজ্ঞান খণ্ড ৫।৬)

দ্বিতীয়ত, তিনি পতিসেবা পরায়ণা হবেন। অর্থাৎ, পতিকে ধর্মপথে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলার জন্য অহর্নিশি সতী সহযোগিতা করবেন। এই জন্য তাঁকে সহধর্মিনী বলা হয়। যদি কখনও পতি বিপথে চালিত হন তবে সতী তাকে সুপথে আনার জন্য যত্ন করবেন। মন্দোদরী রাবণকে প্রতিদিনই বোঝাতেন 'হে লংকাপতি, সীতার মন এক বিন্দুও আপনার দিকে নয়, সে যার সহধর্মিনী তারই ধ্যান করছে। তাই তাকে জোরজবস্তি করা কোনও সুপুরুষ বীরের শোভা পায় না, তাকে নিয়ে আমাদের সুন্দর পরিবারে অনর্থক মহাবিপদ ডেকে আনার কোনও প্রয়োজন নেই'। (রামায়ণ)

তৃতীয়ত, তিনি সমগ্র পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ হবেন। অর্থাৎ, পরিবারের কার কখন কি সুবিধা-অসুবিধা হতে পারে, এ ব্যাপারে সমাধানে বিচক্ষণ থাকেন। দ্রৌপদী দিনরাত তাঁর শ্বাশুড়ীমা কুন্তী ও পতিগণের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী থাকতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন। অতিথি সেবা করতেন। গৃহের সমস্ত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীগণেরও সেবা করতেন, ঝি-চাকরদেরও তত্ত্বাবধান করতেন, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজকোষেরও হিসাব নিকাশ রাখতেন, পরিবারের সবার পরে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং সবার আগে জেগে উঠতেন। রাজকন্যা ও রাজরানী হওয়া সত্ত্বেও কোনও রকম গর্বিত ছিলেন না, নিরলসভাবে জীবনযাপন করতেন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

বিশেষ দ্রষ্টব্য - হরে কৃষ্ণ সুধী ভক্তবৃন্দ,
যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ বুকপোস্ট মাধ্যমে বই পাচ্ছেন না তাঁদের কাছে অনুরোধ আপনারা নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মায়াপুরে এসে যোগাযোগ করতে পারেন।

গীতা জয়ন্তীর তাৎপর্য

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

৫০০০ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবদ্‌গীতার দিব্য বাণী প্রদত্ত হয়েছিল। প্রেক্ষাপটটি ছিল অভূতপূর্ব। লক্ষ লক্ষ বীর পাণ্ডব ও কৌরব যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সমবেত হয়েছিল। উভয়পক্ষের সেনাই প্রাণদান করতে এবং প্রাণ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তেই অর্জুন সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তার জীবনের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধটি করার ইচ্ছা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন করে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করতে চাইছেন। কিন্তু অর্জুন ভাগ্যবান, শ্রীকৃষ্ণ তার সাথে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তার সখা, পথপ্রদর্শক এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্রষ্টা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় যোদ্ধা যিনি তার জীবনে বহু যুদ্ধ জয় করেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। অশ্রুসজল চক্ষে, ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে এবং কম্পিত কণ্ঠে যথার্থ মার্গপ্রদর্শনের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করলেন।

''কার্পণ্যজনিত দূর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, কি করা আমার পক্ষে শ্রেয় তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও''। (ভগবদ্‌গীতা ২।৭)

শ্রীকৃষ্ণ সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। যারা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি তাদের সর্বদা সহায়তা করতে প্রস্তুত। তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন। সেইজন্য অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অর্জুনকে সহায়তা করতে অগ্রসর হলেন। অর্জুনের বিমূঢ়তার মূল কারণ তার হৃদয়ের অন্ধকারকে তিনি দূরীভূত করে দিলেন।

সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণ

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঁচটি বিশেষ বিষয়ের কথা বলেছেন—ভগবান, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিচয় প্রকাশ করছেন যে তিনিই পরমেশ্বর ভগবান। ''আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।'' (ভগবদ্‌গীতা ১০।৮) শ্রীকৃষ্ণকে জানাই হল বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ''বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো'' অর্থাৎ ''কৃষ্ণই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য''। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রকৃত পরিচয়ও প্রকাশ করেছেন যে, আমরা আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ। আমাদের

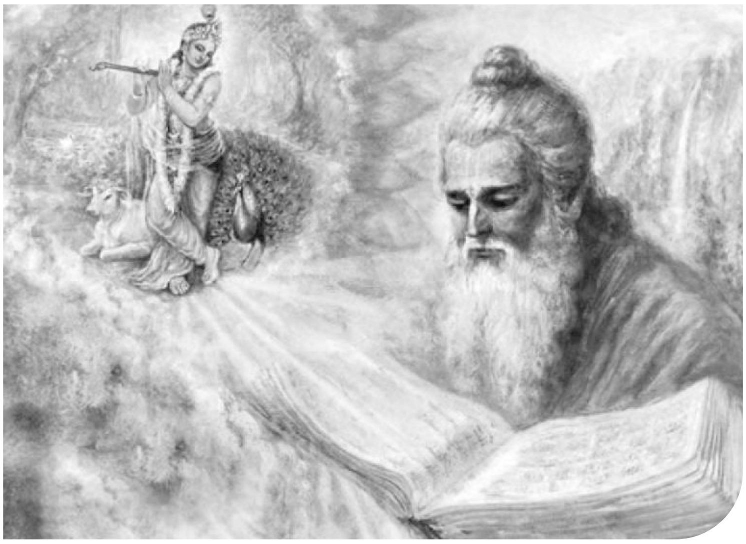

এই পরিচয় আমরা একবার উপলব্ধি করে যদি শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্বন্ধে উন্নয়ন বিষয়ে সচেষ্ট হই তাহলে আমাদের জীবনের সব সমস্যারই অবসান ঘটবে।

সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তন করে আপন কর্তব্য কর

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা কর্তব্যকর্ম, বিকর্ম এবং নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে বলেছেন। কর্তব্যকর্ম হল সেই সকল কর্ম যা একজন শাস্ত্রবিহিত কর্মরূপে সম্পাদন করে। বিকর্ম হল সেই সকল কর্ম যা শাস্ত্রে উল্লেখিত নেই এবং নিষ্ক্রিয়তা হল কোন প্রকারের কর্তব্যকর্ম না করা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করছেন যে ফলের প্রতি কোন আসক্তি না রেখে সর্বদা তাঁকে কেন্দ্রে রেখে যেন তিনি তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন। "অতএব হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধ কর। এভাবে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।" (ভগবদ্গীতা ৮।৭)

যদি আমরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করে আমাদের সকল কর্ম সম্পাদন করি তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে আনন্দে বাস করব এবং এই দেহ ও জগত ত্যাগের পর আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরহিত শ্রীকৃষ্ণের ধামে গমন করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হব। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যারা তাঁর শরণে আসে তাদের কোন ভয় নেই, "সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।" (ভগবদ্গীতা ১৮।৬৬)

গীতার এই দিব্যবাণী শ্রবণ করে অর্জুনের মোহ দূরীভূত হল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, "অর্জুন বললেন ঃ প্রিয় কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতিলাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করবো।" (ভগবদ্গীতা ১৮।৭৩)

ভগবদ্গীতা হল রাজবিদ্যা

গীতা হল বৈদিক শাস্ত্রের সর্বোত্তম রত্ন। একে বলা হয় রাজবিদ্যা—সকল বিদ্যার রাজা। ভগবদ্গীতার মহিমাকীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্মোপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।" (ভগবদ্গীতা ৯।২)

গীতার বাণী শুধুমাত্র হিন্দু বা ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত হয়নি। এই বাণী সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রদত্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মহান জ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই জ্ঞানরূপী মুক্তার নিকট আশ্রয় খুঁজেছেন। বিশ্বখ্যাত নেতৃবর্গ যথা গান্ধী, চার্চিল, আইনস্টাইন, নিউটন এবং অন্যান্য বহুজন এই জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

সকল বৈদিক শাস্ত্র যদি গাভী হয় তাহলে ভগবদ্গীতা হল সেই গোদুগ্ধ অর্থাৎ এটি হল সকল বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার। শ্রীকৃষ্ণ হলেন দুগ্ধদোহনকারী, অর্জুন

গোবৎসের ন্যায় সেই দুগ্ধপান করছেন। মহামুনি ব্যাসদেব কর্তৃক লিখিত আকারে সেই দুগ্ধ আমাদের নিকট বর্তমানে সহজলভ্য হয়েছে।

চিন্ময় জ্ঞানে সমৃদ্ধ এই পবিত্র গ্রন্থ প্রতি যুগের মানুষের চেতনা বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। গীতার মাহাত্ম্য গীতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যা সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ, কাল ইত্যাদির কৃত্রিম সীমাকে অতিক্রম করে যায়। ভগবদ্‌গীতা শুধুমাত্র ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন নয়। এই সৃষ্টির ঊষাকাল হতেই রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে ''আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। বিবস্বান তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।" (ভগবদ্‌গীতা ৪।১) কালের প্রভাবে এই জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনকে এই জ্ঞান প্রদান করেন।

ভগবদ্‌গীতা যুগ যুগ ধরে মানবতাকে আলোকিত করছে

গীতার বাণী শুধুমাত্র হিন্দু বা ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত হয়নি। এই বাণী সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রদত্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মহান জ্ঞানী ও পণ্ডিতবর্গ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই জ্ঞানরূপী মুক্তার নিকট আশ্রয় খুঁজেছেন। বিশ্বখ্যাত নেতৃবর্গ যথা গান্ধী, চার্চিল, আইনস্টাইন, নিউটন এবং অন্যান্য বহুজন এই জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভগবদ্‌গীতা পাঠের পর একজন হিন্দু উন্নততর হিন্দু হবেন, একজন মুসলমান উন্নততর মুসলমান হবেন, একজন খ্রিষ্টান উন্নতর খ্রিষ্টান হবেন এবং একজন ইহুদী উন্নতর ইহুদী হবেন। সমগ্র পৃথিবীতে ভগবদ্‌গীতার উপর শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য সমন্বিত ''শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ" ভগবদ্‌গীতার সর্বাধিক বিক্রীত সংস্করণ। ১০০ লক্ষেরও অধিক ''শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ" গ্রন্থ বিক্রি হয়েছে এবং এই গ্রন্থ ৮০টিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এই মাসে আমরা গীতা জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করছি, এটি সেই তিথি যেদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান প্রদান করেন। আসুন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন যাতে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করে ভালোবাসতে পারি। আসুন আমরা অর্জুনের নিকট প্রার্থনা করি যেন আমরাও তাঁর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারি।

মুগডালের গোলা রুটি

উপকরণ ঃ ভাজা মুগ ডাল ৩০০ গ্রাম। টমেটো ৫টি। আদাবাটা ১ টেবিল চামচ। গোটা জিরে ১চা-চামচ। হিং ১ চিমটি। ধনেপাতা কুচি ১ কাপ। কাঁচালংকা কুচি ১ টেবিল-চামচ। লবণ ও চিনি আন্দাজ মতো। ময়দা ৩ টেবিল চামচ। ঘি ১০০ গ্রাম।

চাটনীর জন্য—গোটা সরষে ১ চিমটি। জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ। কাঁচালংকা বাটা ১ চা-চামচ। ধনেপাতা বাটা ২ টেবিল চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ভাজা মুগডাল তিন ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, পরে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। সেই ডাল, লবণ, চিনি, লংকাকুচি একসাথে বেটে নিতে হবে। টমেটোগুলো বেটে নিন। এবার ডাল বাটার মধ্যে আদাবাটা, হিং, গোটা জিরা, ধনেপাতা কুচি, ময়দা, টমেটো বাটা থেকে ২ হাতা টমেটো বাটা, জল লাগলে একটু জল দিয়ে একসাথে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণ লেই বা গোলা খুব ঘন বা খুব পাতলা হবে না।

একটা ফ্রাই প্যান আঁচে গরম করুন। তাতে ঘি ব্রাশ করে হাতাতে করে গোলা নিয়ে একে একে সব গোলারুটি বানিয়ে নিতে হবে।

তারপর ফ্রাই প্যানে একটু ঘি দিন। তাতে গোটা সরষে ফোড়ন দিয়ে তার মধ্যে বাকি টমেটো বাটা, ধনেপাতা বাটা, জিরা গুঁড়ো, কাঁচালংকা বাটা, লবণ পরিমাণ মতো, অল্প চিনি দিয়ে পাঁচ মিনিট ফুটতে দিয়ে নামিয়ে নিন। চাটনী তৈরী।

এবার গোলা রুটি ও চাটনী থালাবাটিতে সাজিয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

ভগবানের দিব্যনাম প্রচারই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা

স্বরাট মুকুন্দ দাস

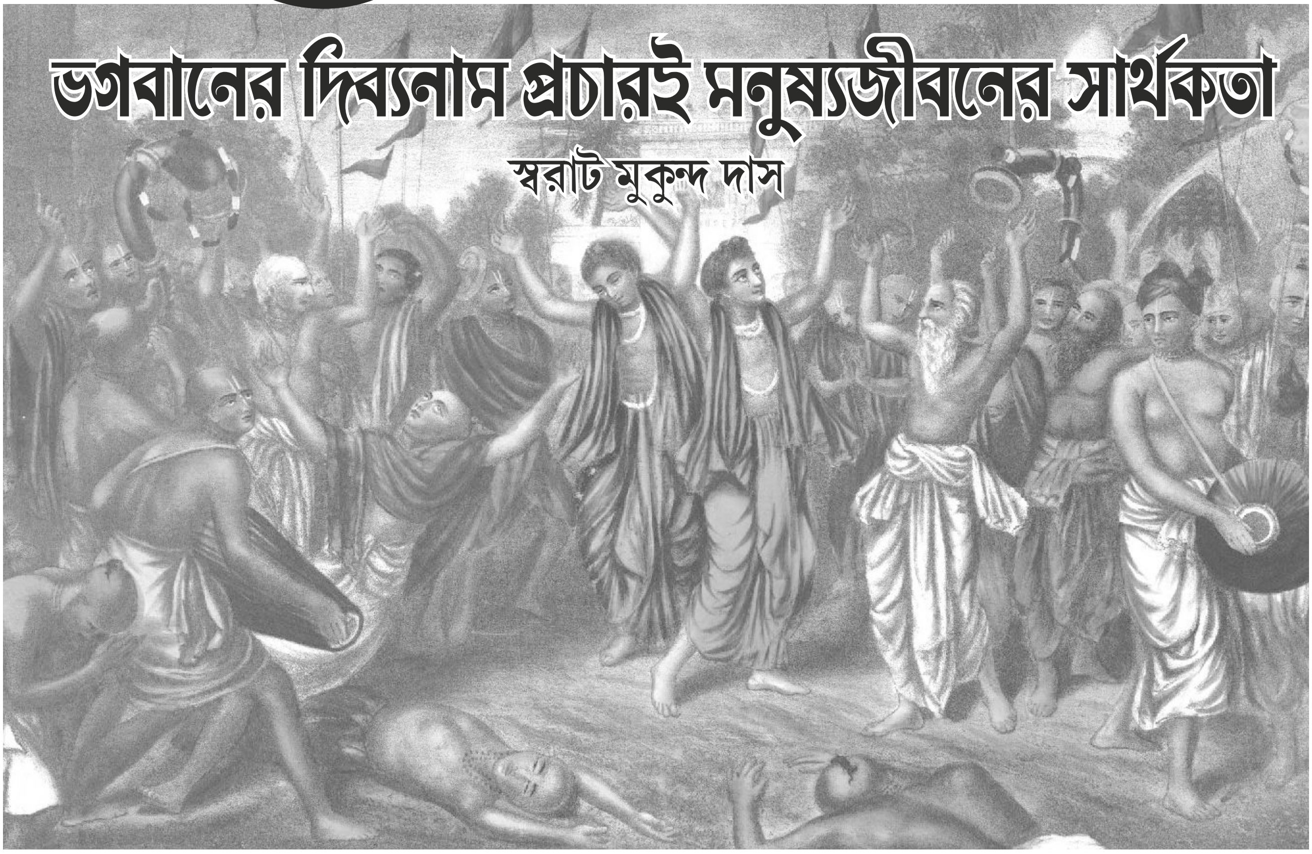

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।
(শ্রীঈশোপনিষদ, মন্ত্র ৩)

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, ''কোটি কোটি বছর ধরে, বিবর্তনের পর এবং বহু জন্মান্তরের পর এই বিশেষ শরীরটি আমরা লাভ করেছি।'' অর্থাৎ মানব জন্ম লাভ করা হলো পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং অপর আর এক অর্থে বিশেষ সুযোগ। সেই সুযোগটি কি? মনুষ্য শরীর লব্ধ সুযোগ সুবিধাগুলি কাজে লাগিয়ে মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় তা পূর্ণ রূপে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় এটি মনুষ্য জীবন লাভের সুযোগটির হত্যা বলে বিবেচিত হবে। আর এই সুযোগটির হত্যার অর্থই হলো সমগ্র জীবন ব্যাপী নিরন্তর দুর্দশা ভোগ করা। মানব দেহ পাবার উদ্দেশ্যে হলো পরম সিদ্ধি লাভ করা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান তা উপলব্ধি করা। কিন্তু শুধুমাত্র নিজে শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই উপলব্ধি নিয়ে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ মনুষ্য জীবনের সার্থকতা বা কর্তব্য নয়। তাহলে সার্থকতা বা মানব জীবনের পরম কর্তব্যটি কি? তা হলো,

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।।
(চৈ.চ.আদি ৯।৪১)

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, ''যারা ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের জন্ম সার্থক করে পর-উপকার করা।''

এই শ্লোকটি অত্যন্ত মূল্যবান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু সেই সূত্র ধরে তিনি তাঁর বিচারধারাকে বিশেষ একটি স্থানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, পরিবর্তে তিনি তা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত করেছিলেন। কারণ বৈদিক ভাবধারা এবং আধ্যাত্মিক আবেগ সম্পন্ন ভারতবর্ষেই শুধুমাত্র মানব সভ্যতার প্রকৃত প্রগতি সম্ভব। মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো পরম তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। বৈদিক ভাবধারাতে সমৃদ্ধ ভারতবাসী জন্মকাল থেকেই

এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে মানসিক ভাবে বিশ্বাসী। কারণ আজও কলিযুগের এই চরম ভগবতভাবনা বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যেও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী কুম্ভ মেলা, গঙ্গা সাগর ইত্যাদির ন্যায় বহু তীর্থ স্থানে পুণ্যলাভের নিমিত্ত বহু প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে ভ্রমণ করেন। এর অর্থই এটি হলো যে মানসিক ভাবে ভারতবাসী ধর্মপরায়নতার প্রতি আগ্রহী। আর এই আগ্রহটিতে যদি একটু পারমার্থিক শিক্ষার ইন্ধন প্রয়োগ করা যায় তাহলেই তারা পূর্ণ রূপে ভগবতমুখী হবে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন জন্ম সার্থক করি কর ''পর উপকার''।

ব্যাধির কালচক্র থেকে মুক্ত করা যায় তাহলে তার প্রকৃত উপকার সাধিত হবে এবং যিনি অন্তত পক্ষে একটি মানুষকেও এই কালচক্র থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থাতে নিবিষ্ট করতে পারবেন তার জীবন সার্থক হবে। তাহলে আমাদের এখন এই পন্থার বিবরণ জানতে হবে।

এই পন্থাটির মূল নির্যাস হলো ''গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন'' যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন, শচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র জগতবাসীকে বিতরণ করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এই ধরা ধামে

এখন ''পর উপকার'' এই বিশেষ শব্দ যুগলের প্রকৃত অর্থ আমাদের অনুধাবন করতে হবে। মানব জীবনে সমস্যা দুই প্রকার। একটি মুখ্য এবং অপরটি গৌণ। গৌণ সমস্যাটি হলো খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যা, যার সাধারণ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার দ্বারা সমাধান সম্ভব। কিন্তু মুখ্য সমস্যা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি যা কোন প্রকার জড় জাগতিক প্রচেষ্টার দ্বারা কোন মতেই নিবারণ সম্ভব নয়। এই মুখ্য সমস্যাটি থেকে জীবকুলকে উদ্ধারের কথাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ যে পন্থার দ্বারা মানব জীবনের মুখ্য সমস্যাটি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা যাবে সেটিই হলো প্রকৃত পর উপকার। অর্থাৎ যদি মানব কুলকে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও

অবতীর্ণ হয়ে প্রচার লীলা করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করে কৃষ্ণনাম কীর্তন বিলাস করেছিলেন। তারপর তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শেষে চব্বিশ বছরের মধ্যে তিনি প্রথম ছয় বছর দক্ষিণ ভারত, বঙ্গ, বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানে নিরন্তর ভ্রমণ করে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কুলকে বা জীবকুলকে অমৃতময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দ্বারা উদ্ধার করা। তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান, স্বতন্ত্র এবং স্বরাট, তাঁর কোন কিছুর কোন প্রয়োজন ছিল না তথাপি তিনি শুধুমাত্র জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য কতই ব্যাকুল ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কৃষ্ণনাম প্রচার সম্বন্ধে তাঁর দর্শনটির বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব।।
(চৈ.চ.আদি ৯।৩৪)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, “আমি হচ্ছি একমাত্র মালাকার। একা একা আমি কত জায়গাতে যেতে পারি?” এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত মনোভাবটি হলো যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণের মহাযজ্ঞটি সংঘবদ্ধভাবে সংগঠিত করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি সম্পূর্ণ স্বরাট স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান, তথাপি তিনি সকলকে এই মহান কর্মে নিয়োজিত হতে উৎসাহ প্রদানের জন্য আক্ষেপ করে বলছেন। “আমি একা কিভাবে এই বৃহৎ কার্য সম্পাদন করবো?” অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার মহাযজ্ঞ সকল শ্রেণীর ভক্তকে একত্রিত হয়ে করতে হবে। প্রচারকদের জন্য প্রথম শিক্ষা, তিনি মহান, উদার তাই শিক্ষা দিলেন। এখন এই শিক্ষা প্রয়োগের জন্য তিনি কি বললেন;

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ, যারে তারে।।
(চৈ.চ. আদি ৯।৩৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, “তাই কৃষ্ণভাবনার অমৃতগ্রহণ করে সর্বত্র তা বিতরণ করার জন্য আমি এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আদেশ দিলাম।”

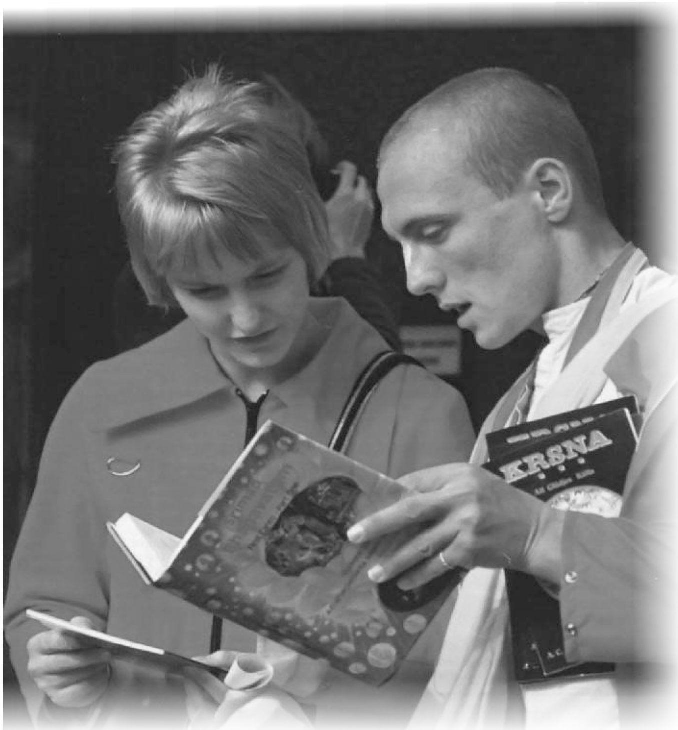

জীবকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য, মায়ামুক্ত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই আন্দোলনের সূচনা করেন। মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে জীব তার অতীত বা ভবিষ্যত জীবনের কথা চিন্তা করে না। তারা শুধুই বর্তমান অবস্থাটি নিয়ে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে চায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়ামুগ্ধ অবস্থা থেকে জীবকুলকে উদ্ধার করার জন্য সংকীর্তন রূপী মহামন্ত্র বিতরণ আন্দোলন বা যজ্ঞ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি সকল জীবকে এই মহা প্রেমফল বিতরণ বা প্রচার করার জন্য আদেশ দান করেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে এই প্রচার কার্যে স্থান, কাল বা পাত্র কোন কিছুর বিচার করার প্রয়োজন নেই।

অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।।
(চৈ.চ.আদি ৯।৩৯)

তিনি বললেন যে এই কৃষ্ণভাবনামৃতের অমৃত ফল সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রচার কর এবং এই প্রচারের ফলে যিনিই তা শ্রবণ করবেন তিনিই এই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির মতো মুখ্য সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করে অমরত্ব প্রাপ্ত হবেন। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদকর্তা প্রেমানন্দ ঠাকুর বলেন,

উত্তম অধম নাহিক বাছিলা,
যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ এ হেন গৌরাঙ্গ,
হৃদয়ে ধরিয়া বোল।

অর্থাৎ গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন রূপী অমৃত ফল বিতরণের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তম- অধম বিচার করেননি, এমন কি আচণ্ডালের মধ্যেও প্রচার করেছিলেন। সমস্ত মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবাতে কিরূপে যুক্ত হতে হয় তার শিক্ষা প্রদান করাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচার কার্যের মুখ্য বৈশিষ্ট এবং উদ্দেশ্য। ভগবানের এই দিব্য নাম প্রচারের সেবাটি তাঁর কত প্রিয় এবং প্রচারকদের তিনি কত ভালবাসেন তা তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেছেন,

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেস্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিস্মে প্রিয় কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভূবি।।
(ভগবদ্গীতা ১৮।৬৮-৬৯)

"যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতা বাক্য উপদেশ করেন তিনি অবশ্যই পরাভক্তি লাভ করে নিঃসংশয়ে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয় আমার কেউ নেই এবং তার থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না।" অর্থাৎ প্রচার এবং প্রচারকই হলেন ভগবানের প্রিয় এর প্রিয়তম।

ভগবানের এই উদ্দেশ্যটি যা হলো মানব কল্যাণে ভগবানের দিব্য নাম প্রচার এবং গুরুদেবের নির্দেশকে হৃদয়ে ধারণ করে আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ জীব উদ্ধারের নিমিত্তে মাত্র চল্লিশ টাকা পুঁজি নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। আমেরিকাতে তার প্রচার কার্যের প্রতিকূলতা অবর্জনীয়। তথাপি সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করেও জীব কল্যাণের উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম/সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।' 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ/মোর আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।' অর্থাৎ ভগবানের দিব্য নাম সর্বত্র প্রচারিত হবে। এই অভিপ্রায়টি মূলত কৃষ্ণ হতে প্রকাশিত হয়ে ক্রমে ক্রমে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পৌঁছেছিল এবং তিনি প্রকৃত অর্থে শ্রীকৃষ্ণের সেই অভিপ্রায়কে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এটিই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের পরম মহিমান্বিত উদ্দেশ্য। ভগবানের দিব্য নাম প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছাকে ব্যাপক ও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সমগ্র বিশ্বে মানব কল্যাণকারী বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা যায়।

তাই যদি আমরা জীবন সার্থক করতে চাই তাহলে আমাদেরও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে তার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার আন্দোলনে সামিল হতে হবে। যদি আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পন্থায় অন্তত একজন মানুষকেও কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলতে পারি তাহলে মানব জীবন সার্থক হবে।

খ্যাতি

গত ২৩ অক্টোবরের বর্তমান পত্রিকার ''তুষার আর ধসে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমরা, কীভাবে বেঁচে গেলাম, জানি না'' শীর্ষক খবর পড়ে, কিছু কথা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। হ্যাঁ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ৬ জন পর্বত আরোহী গেছিলেন পর্বতচূড়া বিজয় করতে। তাঁরা সেখানে তুষার ঝড় আর ধসের দরুণ চার জন প্রাণ হারান আর দু'জন কোনও প্রকারে প্রাণে বেঁচে এসেছেন। তাদেরই একজন, মিঠুন দারি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোক, ঐ কথা বলছেন। ''কিভাবে বেঁচে গেলাম, জানি না।'' তাঁকে যে ভগবান বাঁচিয়েছেন, সে বিষয়টি তাঁর মনে আসছে না। সেটিই হয়, আমরা বহুবার বহু দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই। যাঁরা একটু ভগবানকে জানেন, মানেন, তাঁরা স্বীকার করে নেন যে, ভগবানই তাঁকে বাঁচিয়েছেন। বাস্তবে আমাদের অজানতেই ভগবান আমাদেরকে কিভাবে কোথায় কোথায় কখন কখন বাঁচাচ্ছেন, আমরা তা বুঝে উঠি না। কিন্তু আমাদের অগোচরেই ভগবান এগুলি করছেন। ''রাখে কৃষ্ণ মারে কে আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে?'' সে কথা আমরা ভুলে যাই।

বাস্তবে ঐ ধরনের পর্বত চূড়া বিজয়ের কোনও অর্থ হয় না। খুব বেশী হলে একদিন খবরে দেখানো হবে, 'অমুকলোক তমুক পর্বত চূড়া বিজয় করেছেন।' শুধু এই টুকুর জন্য এমন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পর্বত আরোহণে যাওয়া আমার মনে হয় না খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ। জাগতিক নাম যশ, কতদিন টিকবে? মানুষ অচিরেই ভুলে যাবে। আমি জানি না তিনি হয়তো সরকারী কোনও কাজে কোনও বিশেষ সুবিধা পান কি না।

মনুষ্য জীবনটা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জীবনেই আমাদের ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ থাকে। তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে পারি। যেই প্রচেষ্টা এবং শ্রমের পিছনে ব্যয় করি, ততটা যদি ভগবানকে জানার জন্য করতাম, হয়তো আমরা সফল হয়ে যেতাম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে রায় রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন,

কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।।

এইভাবে কৃষ্ণভক্তের খ্যাতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণনা

করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যাঁরা তুষার ঝড়ে হারিয়ে গেলেন, তাঁদেরকে আর কেউ খুঁজেও পাবেন না। এমন তরতাজা মানুষগুলি অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কী দরকার ছিল? তাঁদের পরিবারের লোকেরা শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

মানুষের উচিত এই দুর্লভ জন্ম লাভ করে কৃষ্ণভক্তরূপে নিজের জীবনকে ধন্য করা আর সকলেরও কল্যাণ সাধন করা। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আদেশ করেছেন।

ভারতভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।।

আজ পর্বত আরোহন করার মাধ্যমে কার কী উপকার হবে? তাতে হয়তো বড় জোর নিজের আর তার পরিবারেরই কিছু জাগতিক সুবিধা হত। নিজের আর নিজের পরিবারের সুখ-সুবিধা তো সকলেই খুঁজে থাকেন। অতএব কী লাভ?

আসুন আমরা সমগ্র বিশ্বে সনাতন ধর্মের অমরবাণী প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়ে তাঁদের অন্ধকারকে বিদূরিত করে তাদের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হই। তাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভারতের মহান আচার্যগণ যার পর নাই প্রীত হয়ে হৃদয় ভরে আমাদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। তাতে আমরা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে পরম কল্যাণের অধিকারী হতে পারব।

—অদ্বৈত আচার্য দাস ব্রহ্মচারী

মনুষ্য জীবনটা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জীবনেই আমাদের ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ থাকে। তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে পারি। যেই প্রচেষ্টা এবং শ্রমের পিছনে ব্যয় করি, ততটা যদি ভগবানকে জানার জন্য করতাম, হয়তো আমরা সফল হয়ে যেতাম।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের নতুন মূর্তি স্বাগতমের জন্য বৈদিক তারামণ্ডল প্রস্তুত

শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষ্যে ১৫ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ স্বাগতম অনুষ্ঠান বিপুল জাঁক জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হবে।

বৈদিক তারামণ্ডল (TOVP) ইসকনের দিগদর্শক মন্দির যার নির্মাণ ২০২২ সালের শেষার্ধে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং কাজও দ্রুত গতিতে চলছিল আর সেই মুহূর্তে কোভিড আঘাত হানে।

শ্রীল প্রভুপাদের লক্ষ্য পূরণে প্রেমময় যোদ্ধা অম্বরীশ দাস তাঁর গতিময় কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা আশা রাখেন যে ২০২৪ সালের শেষ পর্বে মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হবে। প্রথমে যদিও শ্রীল প্রভুপাদের এক বর্ণাঢ্য আগমন সমারোহ উদযাপিত হবে।

দক্ষ ভাস্কর লোচন দাস করুণার প্রতিমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদের এক পূর্ণ অবয়ব নতুন বিগ্রহের নকশা প্রস্তুত করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ পূজা করার ভঙ্গিমাতে জোড়হাতে তার বিখ্যাত বক্তব্যরত অবস্থায় প্রতীয়মান "বম্বে হলো আমার অফিস, বৃন্দাবন আমার গৃহ এবং মায়াপুর হলো আমার অর্চনার স্থান।"

ইসকন গুরুবর্গ, নেতৃবর্গ এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ মায়াপুর সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ, ইসকন ভারত ব্যুরোর সদস্যবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে স্বাগতম জানানোর জন্য সশরীরে উপস্থিত থাকবেন যখন বিশ্বের অন্যান্য বরিষ্ঠ ভক্তগণ অনলাইন মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করবেন।

যদিও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের অনুষ্ঠানিক সময় পুনঃ নির্ধারিত হয়েছে ২০২২ সালে। স্বাগতম অনুষ্ঠানটিতে শ্রীল প্রভুপাদের অভিষেক সম্পন্ন হবে যেখানে তাঁকে ১২৫টি পবিত্র নদী থেকে সংগৃহীত জল দ্বারা স্নান করানো হবে এটি তাঁর ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী বিশেষ প্রতীক। এই পূর্ণ অনুষ্ঠানটি ছিল আসলে মূর্তি স্থাপনাকালের জন্য। যাঁরা TOVP নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করেছেন তাঁদের জন্য তামা, রূপা, সোনা এবং প্লাটিনাম কলস দ্বারা অভিষেকের ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে যজ্ঞ সম্পাদন করা হবে।

একটি সম্প্রদায় সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে যেখানে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হবে যারা শ্রীল প্রভুপাদের এবং TOVP-এর মহিমা কীর্তন করবেন। অনুষ্ঠানের পর শ্রীল প্রভুপাদ TOVP-এর পূজারীতলে এক মনোরম সজ্জিত আবাস স্থলে অবস্থান করবেন যে স্থানটি এই রকম সুবিধা সমন্বিত প্রায় ২.৫ একর এলাকা বিস্তৃত পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ স্থান বলে গণ্য হবে। সেখানে তার নিত্য আরাধনা হবে এবং তিনি সেখান থেকে অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন (যা তাকে বিশেষ সি.সি.টিভির মাধ্যমে দেখানো হবে) যতদিন না তাঁকে বৈদিক তারামণ্ডলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধি অনুসারেই চকোলেট নিবেদনের অযোগ্য

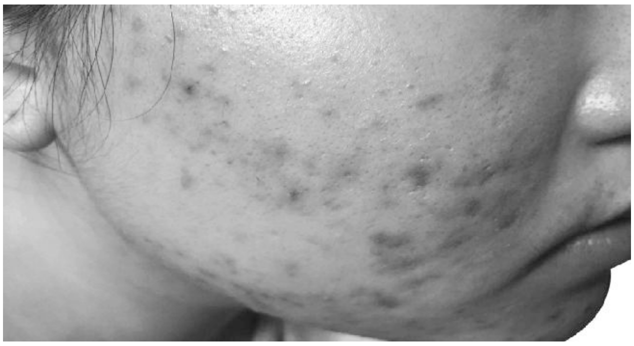

নিখিলানন্দ দাস—চকোলেটে কিছু পরিমাণ কীট-পতঙ্গে দেহাবশেষ থাকতেই পারে—প্রায় এক কাপ চকোলেট পানীয়তে ১২০টি পর্যন্ত কীট-পতঙ্গের দেহাবশেষের টুকরা কিংবা ইঁদুরের দুটি পর্যন্ত লোম থাকা অনুমোদনযোগ্য।

এর কারণ চকোলেটের গুটিগুলিকে স্তূপাকারে তিন থেকে আটদিন যাবৎ পচানোর দরকার হয় এবং সেই জন্যই পোকা-মাকড় বা ইঁদুরের হাত থেকে ভালভাবে সুরক্ষা করা মোটেই সম্ভব হয় না। ফলে, চকোলেটের প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় ২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত কীট তথা পশুদের বর্জ্য পদার্থ এবং মলমূত্রাদি মিশেই থাকে। কোকো পাউডারের মধ্যে প্রতি চামচে কীট-পতঙ্গের দেহাবশেষ টুকরো ২৫টি পর্যন্ত থাকা ছাড় পেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৃপায়।

তা ছাড়া, কোকো পচনের দ্রুততা অর্জনের জন্য বর্ধিত তাপমাত্রার ফলেও টন টন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক (ছাতা) জন্মায়, যেগুলি ক্যান্সার রোগের সৃষ্টিকারী ভয়াবহ অ্যাফ্লোটক্সিন।

চকোলেট খাদ্য বা পানীয় হিসাবে গ্রহণ করলে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়, চর্মরোগ দেখা দিতে পারে এবং সেই জন্য আয়ুর্বেদে চকোলেট-মিশ্রিত খাদ্য-পানীয়কে তমোগুণাশ্রিত আহার্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পারমার্থিক জীবনে প্রগতির পক্ষে এই কারণে চকোলেট পরিত্যজ্য। জার্মানীতে উইসব্যাডেনে ইসকনের রসায়নবিদ ভক্ত শ্রীগৌরচন্দ্র দাস প্রভু তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই কথা প্রচার করেছেন।

ভাদ্র প্রচার সমস্ত লক্ষ্যকে অতিক্রম করে ৩৫,০০০ ভাগবতম সেট বিতরণ করল

ভাদ্র প্রচার ঠিক তুষার গোলকের মতো যার আকার ও গতিবেগ ক্রমবর্ধমান। সুবিদিত বিবিটির প্রচার বিভাগ দ্বারা ২০১৭ সালে এই উদ্যোগের আত্মপ্রকাশ করবার নেতৃত্ব দেন সম্প্রচার এবং উদ্ভাবন দলের নেতা বৈশেষিক দাস। এটি প্রেরণাপ্রাপ্ত হয় শ্রীমদ্ভাগবতমের উক্তি থেকে, ‘‘যদি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমার দিনে কেউ শ্রীমদ্ভাগবতম স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করে কাউকে উপহার হিসাবে দান করে তাহলে সে পরম চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়।”

এটি ১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক লিখিত তার শিষ্য সমূহকে নির্দেশ পত্র থেকেও অনুপ্রেরণা দেয়,‘‘আমি চাই যে প্রত্যেক সম্মানীয় ব্যক্তির গৃহে পূর্ণ ভাগবতম্ সেট এবং চৈতন্যচরিতামৃত থাকবে।”

আন্তর্জাতিক ভাবে একত্রিত হয়ে নেতৃবৃন্দের সমর্থনে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ভক্তগণ ২০১৮ সালে, ৭,০০৭ সংখ্যক শ্রীমদ্ভাগবতম বিতরণ থেকে ২০২০ সালে ২৪,১৯৫ ভাগবতম সেট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

এই বছর এই প্রচার যা গৌর পূর্ণিমা (২৮ মার্চ) থেকে শুরু করে ভাদ্র পূর্ণিমা (২০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত চলেছিল। তাতে ২৫,০০০ সেট ভাগবতম বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। যদিও ভক্তগণ এই লক্ষ্য মাত্রাকে অনেক পিছনে ফেলে, ২৬২ ভক্ত সম্প্রদায় মিলে এই বছর অবিশ্বাস্যভাবে ৩৫,৪৩২ সেট ভাগবতম বিতরণ করেছে।

ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কার্যনির্বাহী নেতৃবৃন্দ মাসিক জুম মিটিং এর মাধ্যমে উৎসাহ ব্যাঞ্জক বার্তা বিবরণ করেন এবং বিশ্বদলের নেতৃবৃন্দ তাদের আঞ্চলিক রিপোর্ট নিত্য দিতে থাকেন। শেষ মাসের প্রচারে এই প্রচার চরম সীমাতে পৌঁছয় যখন এইরূপ মিটিং প্রতি সপ্তাহে সংঘটিত হতে থাকে।

এই বছর ভারতীয় দল আই.সি.সি.র কার্যের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ দ্বিগুণ করে। পাকিস্তান প্রথমবার এই ভাদ্র প্রচারে যোগদান করে। এছাড়াও বহু নতুন দল ফিজি, সমগ্র ইউরোপ, ওসিয়ানিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াও যোগদান করে।

এই প্রচারটি দুদিনের উৎসব উদাযাপনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সীমাতে পৌঁছায়। নৈমিষারণ্যের যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতম কথিত হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানটিতে যজ্ঞ হয়, অতিথি ভক্তগণ বক্তব্য পেশ করেন, পূজা অর্চনা করা হয়। এর ফলটিও অর্পন করা হয় এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিধি বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার করা হয়।

ইসকন ভক্তরা বাংলাদেশের জন্য ২৩শে অক্টোবর বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ কীর্তন সম্পাদন করল

২৩শে অক্টোবর আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সদস্যরা সমগ্র বিশ্বে আরও অন্যান্য বৃহত্তর সম্প্রদায় সহযোগে সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হিংসা, অত্যাচার, মন্দির ভাঙচুর, গৃহ সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদির প্রতিবাদে

এবং তাদের সুরক্ষা এবং সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী রাখল।

একশোটিরও বেশী ইসকন কেন্দ্র সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এবং হাজার হাজার সদস্য এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমটিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং শান্তিপূর্ণভাবে কীর্তন করেছিল, তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও বাংলাদেশের সমস্ত হিন্দুদের প্রতি ন্যায় এবং সুরক্ষার দাবীও প্রদর্শন করেছিল। জাতীয় সংবাদ মাধ্যম যথা টাইমস অব ইণ্ডিয়া, সি.বি.সি ইত্যাদি এই অনুষ্ঠান বহুলভাবে সম্প্রচার করে। ইসকন সদস্যগণ, বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সমর্থকগণ সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামে।

অনুত্তম দাস, ইসকন সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ''এই ঘটনায় যে হাজার হাজার ভক্ত এবং মিত্রগণ বিশ্বব্যাপী এই প্রতিবাদ কীর্তন করেন, এটা প্রমাণ করলেন ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের সুরক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রার্থনা করেছি যাতে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং একই সঙ্গে আক্রমনকারী অপরাধীদেরও যেন বিচার হয়।

বিশ্ব প্রতিবাদ কীর্তন শুরু হয় অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে সেখানে ভক্তরা মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে প্রধান রাস্তাগুলিতে মিছিল করে। প্রতিবাদ এবং মিছিল সমগ্র বিশ্বেই সংগঠিত হয় যার মধ্যে এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা দিয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় উত্তর আমেরিকা দিয়ে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধর্না এবং মোমবাতি মিছিল সংগঠিত হয় যার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর, বৃন্দাবন, আমেদাবাদ, পুণে, কোলকাতা, দেরাদুন, মায়াপুর, গোয়া এবং দিল্লী প্রধান। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বিশেষ অতিথি যথা জয়পতাকা স্বামী তাঁরা বক্তব্য রাখেন যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা কিভাবে নিরন্তর ভয়ের মধ্যে বসবাস করছেন এবং তাদের সুরক্ষা ও সমর্থন প্রয়োজন। কোভিড বিধি নিষেধের জন্য ভারতবর্ষে অধিকাংশ প্রতিবাদ সভাতে একশর নীচে জমায়েত হয় তবে কিছু কিছু স্থানে প্রায় তিনশত লোক অংশগ্রহণ করে। সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটি শিলিগুড়িতে (অন্য হিন্দু দলসহ) এবং ইসকন প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে সংগঠিত হয়।

বহুস্থান যেমন, জুয়েনাস এয়ার্স, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মাটিঘর, নেপাল এবং মরিশাস প্রত্যেক স্থানেই সকলে একত্রিত হয়েছে ন্যায়ের দাবীতে।

ইসকন আশা করে যে এই বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ কীর্তন অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারকে সম্প্রতিকালে আক্রমণের পিছনে থাকা অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তি প্রদানের জন্য ভাবতে সহায়তা করবে এবং এটা ভাবতেও সহায়তা করবে যে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক এবং প্রত্যেক নাগরিক সে যে ধর্ম বিশ্বাসের হোক না কেন, যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের কলেজ তাঁর ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী পালন করল

শ্রীল প্রভুপাদের পবিত্র ১২৫তম আবির্ভাব স্মরণে স্কটিশ চার্চ কলেজ শ্রীল প্রভুপাদকে তাদের এক অন্যতম প্রাক্তনীর সম্মান জ্ঞাপনে একটি অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। রচনার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে ''আধুনিক বিশ্বে আধ্যাত্মিকতা'' যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমকালীন সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের আধ্যাত্মিকতার এই অবদানটিকে স্বীকার করে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তরুণ বয়সে অভয়চরণ দে রূপে তাঁর উচ্চশিক্ষা স্কটিশ চার্চ কলেজে সম্পন্ন করেন। এই কলেজটি উত্তর কলকাতায় অবস্থিত যা তাঁর হ্যারিসন রোডের বসতবাটির সন্নিকটে ছিল।

কলেজে অভয়চরণ দে ইংলিশ সোসাইটি এবং সংস্কৃত সোসাইটির সদস্য ছিলেন এবং তার অধিকাংশ অধ্যাপকই ছিলেন ইওরোপিয়ান।

অভয়চরণ দে ১৯২০ সালে ইংরাজী, দর্শন শাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। গান্ধীজির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি তার ডিগ্রী প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ একটি পত্রে লিখেছিলেন, ''আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে (বি.এ.-১৯২০) শিক্ষালাভ করেছিলাম এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ছিলেন আমার কলেজ সহপাঠী। আমি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯২১ সালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক সেবাতে যোগদান করেছিলাম।''

ব্রহ্মসংহিতা

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪৪।।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তি—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনকারিনী শক্তি; *একা*—একমাত্র; *ছায়া ইব*---ছায়ার মতো; *যস্য*---যাঁর; *ভবানানি*—ভুবন সমূহকে; *বিভর্তি*—পোষণ করছেন; *দুর্গা*—দুর্গাদেবী; *ইচ্ছা-অনুরূপম্ অপি*---ইচ্ছার অনুরূপেই; *যস্য*---যাঁর; *চ*—এবং; *চেষ্টতে*—আচরণ করে থাকেন; *সা*—সেই দুর্গাদেবী; *গোবিন্দম্*—গোবিন্দকে; *আদিপুরুষম্*---আদিপুরুষকে; *তম্*---সেই; *অহং*—আমি; *ভজামি*—ভজনা করি।

স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তির ছায়া স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁর ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।।

ব্রহ্মা দেবীধামের অন্তর্ভূক্ত সত্যলোকে থেকে গোলোক ধামের শ্রীগোবিন্দের স্তব করছেন। দেবীধাম চৌদ্দ ভুবন সমন্বিত। এই ধামের অধিষ্ঠাত্রী হলেন দুর্গাদেবী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, দুর্গা দশকর্মরূপ দশভুজা যুক্তা। বীর প্রতাপে অবস্থিত বলে সিংহবাহিনী। পাপ দমনকারিনী মহিষাসুর মর্দিনী। শোভা ও সিদ্ধিরূপ দুই সন্তান যুক্তা বলে কার্তিক ও গণেশের জননী। জড়-ঐশ্বর্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনী রূপে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তিনী। পাপ দমনে বহু রকম বেদোক্ত ধর্ম রূপ বিংশতি অস্ত্র ধারিণী। কাল শোভা বিশিষ্টা বলে সর্পশোভিনী। দুর্গা দুর্গবিশিষ্টা। দুর্গ শব্দে কারাগার। যে সমস্ত জীব কৃষ্ণ-বহির্মুখ, তারাই এই কারাগারে বা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়। এটাই দুর্গার দুর্গ। এখানে অবরুদ্ধ জীবের দণ্ড হচ্ছে কর্মচক্র। এই সব বহির্মুখ জীবদের প্রতি এরকম শোধন প্রণালী বিশিষ্ট কার্যই গোবিন্দের ইচ্ছা-অনুরূপ কর্ম। দুর্গাদেবী সেই কার্য নিয়ত সম্পাদন করছেন।

সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে অর্থাৎ কৃষ্ণ-অন্তর্মুখ জনের সঙ্গে জীবদের যখন সেই বহির্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্মুখিতা উদয় হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হয়। সুতরাং অন্তর্মুখ ভাব দেখিয়ে কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করে তাঁর নিষ্কপট কৃপালাভ করতে চেষ্টা করা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের জন্য ''জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা'' বিস্তার করেন।

জীব চিৎকণা স্বরূপ। তার কৃষ্ণ-বহির্মুখতা দোষ হলেই মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। বিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র দুর্গা তাকে কয়েদীর পোশাকের মতো পঞ্চভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ) ও পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) এবং একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) সংযুক্ত একটি স্থূল দেহে আবদ্ধ করে কর্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাতে ঘূর্ণায়মান হয়ে সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করে।

এছাড়া স্থূল দেহের ভেতরে মন, বুদ্ধি ও অহংকার রূপ একটি লিঙ্গ দেহ মায়াদেবী জীবকে দেন। জীব এক স্থূল দেহ ত্যাগ করে সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূল দেহকে আশ্রয় করে - মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবের অবিদ্যা - দুর্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হলে বিরজায় স্নান করে জীব হরিধামে গমন করে। এই ধরণের সমস্ত কার্য দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করে থাকেন।

জড়জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই মা দুর্গা। কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া-দুর্গা তাঁর দাসী রূপে এই জড়জগতে কার্য করেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিঃ একা—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনকারিনী হচ্ছেন শ্রীভগবানের মায়াশক্তিই। চিন্ময় জগত নিত্য। অবিনাশী। আনন্দময়। সেই জগতের সৃষ্টি ধ্বংস নেই। জন্ম-মৃত্যু নেই। তা নিত্য নতুন অনুভব যুক্ত। নিত্য স্থিতি সম্পন্ন এবং নিত্য আনন্দময়। সেই জগতের ভগবৎলীলা বিস্তারকারিনী স্বয়ং যোগমায়া।

ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বা চিন্ময়ী শক্তি বা যোগমায়ার ছায়া স্বরূপিনী দুর্গা হচ্ছেন এই জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা—এই দুর্গা বা মহামায়া শ্রীভগবানের ইচ্ছা অনুরূপ আচরণ বা যত্ন করে থাকেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা বলতে বোঝায় সমস্ত জীব স্বতন্ত্রভাবে প্রীতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত থাকবে। তাহলে জীবও আনন্দময় থাকবে। কিন্তু জীব স্বতন্ত্রতার বশে ভোগী হতে চাইলে তাদের জন্য মায়া রচিত জড়জগতে জীব বদ্ধভাবে বাস করতে লাগল, এটা ভগবানের ব্যবস্থাপনা। এই বদ্ধ জীব যখন এই দুঃখময় জগতে ভগবানের শরণাগত থাকবে, তখন তার শুদ্ধ মানসিকতা দেখে ভগবান তাকে কৃপা করে তাঁর সমীপে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন, সেই সময় ভগবানের ইচ্ছা বুঝে মায়াশক্তি সেই জীবের বন্ধন দশা মুক্ত করে দেন। যদি জীব ভগবানের প্রতি বিমুখ মানসিকতা নিয়ে এই জড় জগত ভোগ করতে চায়, আধিপত্য করতে চায়, তখন ভগবানও সেই জীবকে সেই সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা করেন, মায়াদেবী তখন জড়জগতে বিভিন্ন যোনী ভ্রমণ করিয়ে এই দুঃখময় জগতে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করেন।

গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তম্ অহম্ ভজামি—জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা যাঁর ইচ্ছানুরূপ আচরণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

—সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব কি ?

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

হরেকৃষ্ণ ! একসময় শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী গুরুমহারাজ বলেছিলেন, জ্ঞান দুইভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ হৃদয়ের মাধ্যমে। মস্তিষ্কের জ্ঞান অন্তঃইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ মনের মাধ্যমে আর হৃদয়ের যে জ্ঞান তা শুদ্ধ আত্মার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। আর সেই শুদ্ধ আত্মা যাঁর হৃদয়ে বিরাজ করেন তিনি হলেন শ্রীল প্রভুপাদ, ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। শ্রীল প্রভুপাদ গুরুপরম্পরার মাধ্যমে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন তা তিনি গ্রন্থের মাধ্যমে জগতে প্রকাশ করেছিলেন; তাই শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ যিনি পড়েন তিনি জড়জাগতিক বিষয় সহজে ত্যাগ করে চিন্ময় জ্ঞানের পথে অগ্রসর হন।

শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু যিনি মায়াপুর মন্দিরের প্রধান পূজারী তিনি বলেছিলেন প্রকৃত সত্যকে জগৎবাসীর পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য সহজ সরলভাবে গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, তাই জগতের উচ্চ শিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত খুব সহজে তা গ্রহণ করতে পারছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় নং শ্লোক—

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।

অনুবাদ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন,—হে নিষ্পাপ অর্জুন ! ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান।

এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা-কল্পনা। অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সত্যকে জানবার সাধনা করছেন, তাঁরাও অবশেষে কৃষ্ণভাবনায় এসে উপস্থিত হন। আর কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন স্বয়ং শুদ্ধিকরণের পন্থা তাই হৃদয়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলুষমুক্ত করে। ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই ২৮।৭।১৯৬৬ ইসকন্ প্রতিষ্ঠা দিবস—৫৫ বৎসরের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে যেভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার হয়েছে বা হচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী।

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা করে ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন, ''শ্রীমদ্ এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।''

''এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সাংস্কৃতিক পন্থা খুঁজছে।'' এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের এত সুন্দর মহিমা—যা সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে শান্তি, সমৃদ্ধি প্রদান করতে পারে তাহলে কেন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রচার করবো না?

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের মহিমা স্বয়ং তাঁর এক শিষ্যের কাছে ব্যক্ত করেছেন। একজন শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ''শ্রীল প্রভুপাদ আপনার লেখা গ্রন্থ আপনি পড়ে কেন এত আনন্দ পান?'' শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন 'আমার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থগুলি লিখিয়েছেন তাই এত আনন্দ পাই পড়ে।'

শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ ১১।৩।১৫ বম্বে জুহু মন্দিরে মায়াপুর সংকীর্তন ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ''মহাপ্রভু এই জগতে এসেছেন ব্রজপ্রেম বিতরণ করার জন্য। আর তোমরা কি করছো? গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে মহাপ্রভুর কৃপা বিতরণ করছো। তোমরা মহাপ্রভুর প্রতিনিধি রূপে প্রচার করছো। এই গ্রন্থগুলি পড়লে উনারা কি জানবে—কৃষ্ণ কে? মহাপ্রভুর দানটি কি তা জানতে পারবে। তোমরা ভালভাবে গ্রন্থ বিতরণ করো; তার ফলটি কি হবে? একদিন দেখবে শ্রীল প্রভুপাদ এসে তোমাকে বলছে এখন চল! আমি এখন তোমার সেবায় খুব খুশি হয়েছি—আমি তোমাকে পুরস্কার করবো—কি পুরস্কার! পুরস্কার মানে তুমি ভাবলে কিছু পাবো—কিন্তু এই পুরস্কারটি কি রকম—শ্রীমতি রাধারানীর চরণে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন—এখন থেকে তুমি কৃষ্ণের হয়ে গেলে তাই নয় কি? ''ধামের স্বরূপ নয়নে স্ফুরিবে হইব রাধার দাসী।'' এইভাবে আমরা যদি বিচার করি তাহলে খুব সহজে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তা গীতায় ৬৯।১৮ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন—''এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই এবং তার থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না।'' যে আমার বাণী প্রচার করে আগের শ্লোকে বলেছেন ভগবান। এছাড়াও পূর্বতন আচার্যগণ খুব খুশি হন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—আমি গৃহস্থ, বাড়ীতে থাকি বা আমি দীক্ষিত নই, বা আমি অন্য সম্প্রদায় থেকে দীক্ষা নিয়েছি—আমি কি প্রচার করতে পারব? এর উত্তর শ্রীমন্ মহাপ্রভু দিয়েছেন চৈঃচঃ মধ্য

দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা-কল্পনা। অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সত্যকে জানবার সাধনা করছেন, তাঁরাও অবশেষে কৃষ্ণভাবনায় এসে উপস্থিত হন।

৭।১২৮ নং শ্লোকে

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।

গীতা ও ভাগবতে যেমনটি রয়েছে, অবিকৃতভাবে কৃষ্ণের সেই সব আদেশ সকলকে পালন করতে উপদেশ দাও। এইভাবেই গুরু হয়ে আমার আজ্ঞায় এই দেশের প্রত্যেককে ত্রাণ কর। এখন মনে হতে পারে কতগুলো গ্রন্থ প্রচার করলে আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হাতে পারব! এর উত্তর হচ্ছে যে পাখী আকাশে যতটা উড়তে পারে তার কাছে আকাশটা ততটাই। ধ্রুব মহারাজের মা সুনীতি শুধুমাত্র ধ্রুবকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন পদ্মপলাশ লোচন হরি 'মধুবনে থাকেন' এই উপদেশটি প্রচার করার মাধ্যমেই ধ্রুব মহারাজের মা বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। অতএব আপনি অতি উৎসাহের সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রচার করুন আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয়ে যান। একবার মাত্র উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে দেখুন। শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ একসময় বলেছিলেন— প্রত্যেকটি ইসকনের ভক্তের উচিত শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রচার করা। প্রতিটি বাড়ীতে যেন কমপক্ষে একটি গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত ও একটি ভাগবতম্ সেট রাখা উচিত।

এখন প্রশ্ন করবেন কিভাবে প্রচার করব?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তর দিয়েছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১০।১০ নং শ্লোকে 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং' আমি বুদ্ধিযোগ দান করি। সাধারণঃ মুখে হাসি রেখে মনের আনন্দে হরে কৃষ্ণ বলে প্রচার করতে হয় আর যেমন প্রশ্ন করবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রশ্নের মাত্রা অনুযায়ী গ্রন্থ নেওয়ার অনুকূলে উত্তর দেওয়া। যেমন একজন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''হরেকৃষ্ণ সাধুবাবা আপনাদের কাছে H.M.V. কোম্পানীর হরেকৃষ্ণ ক্যাসেটটি আছে।'' হ্যাঁ, আমি বললাম, তবে অন্য কোম্পানীর তৈরী ক্যাসেটটি আছে। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার মা সব সময় বলেন—''গঙ্গার জল ঘোলা ভাল আর বংশের মেয়ে কাল ভাল।'' আমি H.M.V. কোম্পানীর ক্যাসেট ছাড়া কিনবই না। আমি বললাম, আপনি শোনেনি আর একটা প্রবাদ বাক্য বার হয়েছে, ''গঙ্গার জল ঘোলা ভাল, বংশের মেয়ে কাল ভাল আর ইসকনের গীতা ভাল।'' আপনার কাছে গীতা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই অনেকেই নিচ্ছে—বলে গীতাটা খুলে দেখালাম শ্লোক, শব্দার্থ ও অনুবাদ ও তাৎপর্য কত সহজ সরল ভাষায় সম্পূর্ণ গীতা। সঙ্গে সঙ্গে দেখেই গীতাটি বাড়ীর জন্য নিয়ে নিলেন। এটাই হলো প্রশ্ন অনুযায়ী গ্রন্থ নেওয়ার অনুকুল উত্তর দেওয়া। একজন মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করছেন— আপনাদের গ্রন্থে কোন মূল্য লেখা নাই কেন? সত্যি কথা বলতে কি মাষ্টারমশাই গীতা গ্রন্থটি জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য অমূল্য গ্রন্থ। এই অমূল্য গ্রন্থটিকে কি করে মূল্য দিয়ে কিনবেন? তাই এই গ্রন্থটির মূল্য লেখা হয় নি—একটা প্রিন্টিং; খরচা বা চার্জ নেওয়া হয়। মাষ্টারমশাই শ্রবণ করে এত খুশি হলেন—গীতা ছাড়াও ভাগবতম্ ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও উনি নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন অফিসে গ্রন্থ পড়ার সময় নেই সাধুবাবা! ঠিক আছে হরেকৃষ্ণ বর্তমান সমাজে কোন ব্যক্তিরই হাতে সময় নেই আপনি যেটা বলেছেন; ভুল নয়, তবে—আপনার কাছে খাবার থাকলে তো খেতে ইচ্ছা করবে—ঠিক তেমনি আপনার বাড়ীতে গ্রন্থ থাকলে তবে তো কখনও ইচ্ছা হলে পড়তে পারবেন। তখন উনি বললেন—ঠিক আছে তাহলে ভগবদ্গীতা গ্রন্থটি দেন—আমি আগে শুনেছি খুব সরল সহজ ভাষায় আছে এবং বাড়ীতে রাখলেও মঙ্গল এই গীতা নিয়ে বাড়ীতে একদিন আলোচনা হয়েছিল। কেউ কেউ বলে থাকেন—আমরা নীচু জাতি গীতা পড়লে পাপ হয়—হরেকৃষ্ণ, কে বলেছেন আপনাদের গীতায় ৯।৩২ শ্লোকে ভগবান কি বলছেন দেখুন! শ্লোকটির অনুবাদ দেখে উনি তিনটি গীতা নিলেন এবং পরবর্তীতে শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত সেটটি নিয়েছিলেন। গরমকালে গাছের নীচে মিষ্টির দোকানের সামনে প্রচার করছি—একজন ব্যক্তি স্কুটিতে বসে আছেন

মাটিতে পা-টা দিয়ে—তাঁর স্ত্রী দোকানে মিষ্টি কিনতে গেছেন—আমি বললাম হরেকৃষ্ণ একটা বাংলা সম্পূর্ণ গীতা নিয়ে যান—উনি বললেন আমার স্ত্রী গীতার নাম বললে গলা কেটে দেবে' আর গীতা রাখব কোথায়—আজ আমার ছেলের জন্ম দিন—একদিকের ডিগিতে মাংস আছে আর অন্য দিকে মাছ আছে—ভদ্রলোক স্ত্রীকে মিষ্টি কেনার জন্য টাকা দিয়েছেন—জামার বোতাম দিতে ভুলে গেছেন—আমি বললাম গীতা আমাদের ভক্তরা কখনও কখনও বুকে রাখে বলেই গীতাটি জামার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছি, আর তো ভদ্রলোক বসে আছে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন গীতার দাম কত ? পকেট থেকে বার করে দিতেই আমি বিল বার করে নামটি লিখতে যাচ্ছি—উনার স্ত্রী এসে গেছেন, আমি বললাম আমি খুব খুশি হলাম—আজকে আপনার ছেলের জন্মদিন—নামটি কি বলুন—অজয় দাস। আমি বললাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম অজয়—তাই আপনাদের গীতা পড়া ভাল। আসল কথা ভগবান তখন বুদ্ধি দান করেন—যেমন বল যখন আপনার পায়ের কাছে আসে তখন আপনি কিভাবে গোলে মারবেন আগে থেকে প্ল্যান করে হয় না।

প্রচার হোক বা না হোক সব সময় আপনাকে হাসি-খুশি-আনন্দে থাকতে হবে আর যখনই কিছু বললেন---দেখুন কৃষ্ণের ইচ্ছা---আপনি নিতেও পারেন—নাও নিতে পারেন—তবে নিলে আপনার মঙ্গলই হবে—যদি কখনও নিতে চান আমার ফোন নম্বরটা নিয়ে রাখুন। হরে কৃষ্ণ ভাল থাকুন। আপনার ভাল ব্যবহারের জন্য মানুষের ইসকনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, পরবর্তীতে বই নেয়। এখন আপনাদের মনের উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন জাগবে—আমি প্রচার করবো, কিন্তু গ্রন্থ কোথায় পাবো ?—এর উত্তর হচ্ছে আপনার সঙ্গে যে মন্দিরের বা যে ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সেই ভক্তের মাধ্যমে তার কাছ হতে গ্রন্থ নিয়ে আপনাকে প্রচার করতে হবে। আর যদি এই রকম কোন সুযোগ নেই তাহলে আপনি সরাসরি মায়াপুরে সংকীর্তন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই ফোন নম্বরে—7872221222 ও 9735901100 (সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত)। আপনাকে গ্রন্থ প্রচারের জন্য সব দিক থেকে সাহায্য করা হবে।

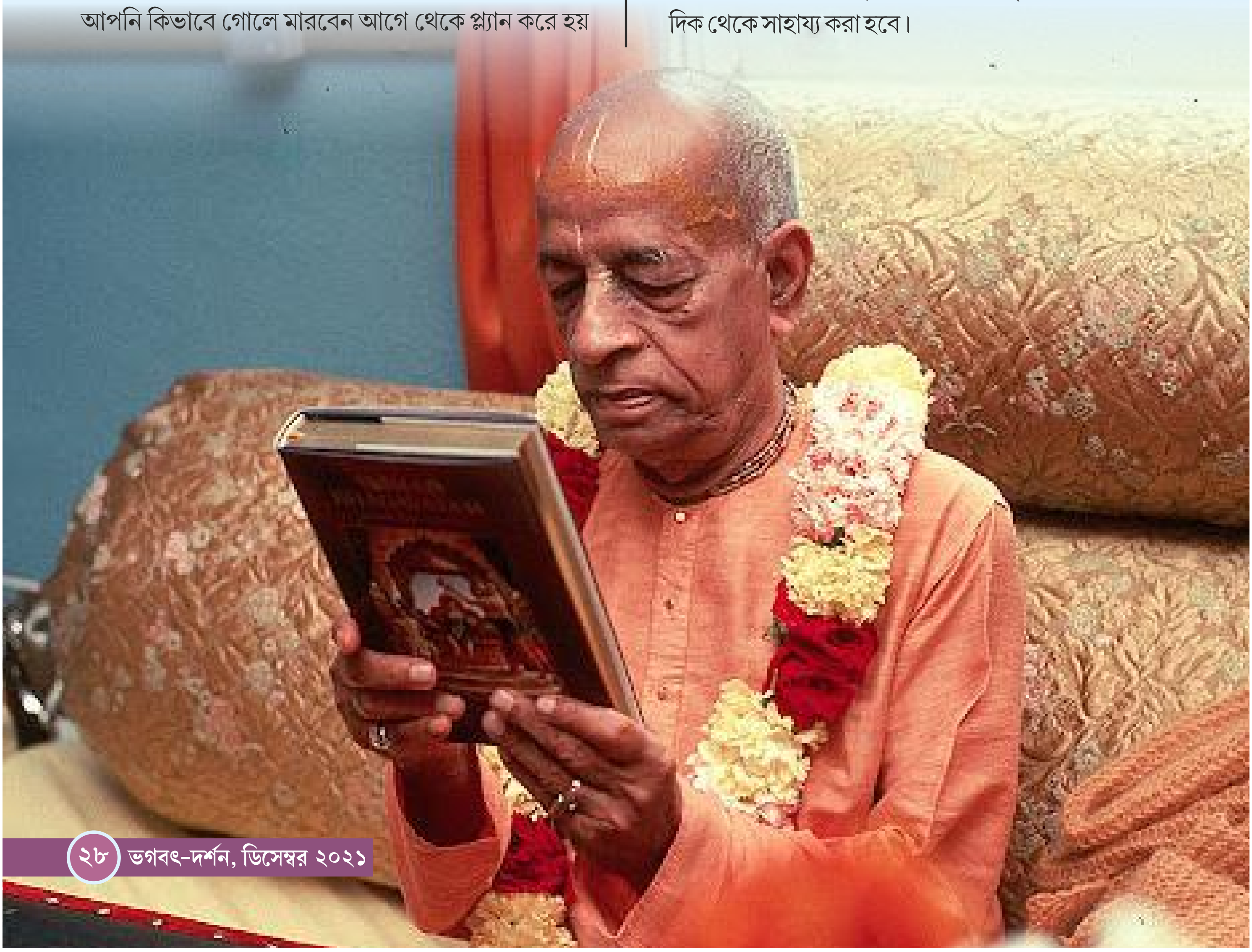

ভাস্কর যমরাজকে প্রতারিত করতে চেয়েছিলেন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত

তাৎপর্য ঃ উৎকৃষ্ট জড় বুদ্ধি প্রয়োগ করেও কেউ প্রকৃতির নিয়ম উলঙ্ঘন করতে পারবে না। প্রাকৃত জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলেও ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা।

কৃষ্ণ ! আমি তোমার

সম্রাট কুলশেখর

কৃষ্ণ ! ত্বদীয় পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে।।

হে কৃষ্ণ !

মনটি আমার আজই তোমার
চরণে দিলাম।
তোমার আমি আমি তোমার
শরণ নিলাম।।
বৃদ্ধ কিংবা মরণ কালে
হবে না ভজন।
বায়ু পিত্ত কফের ঠেলায়
গলা যে রোধন।।
ভাবী দিনের আস্থা কোথায়
নিত্য জ্বালাতন।
তাই তো আজি স্মরণ করি
তোমার চরণ।।

কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগত্রয়গুরুঃ
কৃষ্ণং নমধ্বং সদা।
কৃষ্ণেনাখিলশত্রবো বিনিহতাঃ
কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।।
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং
কৃষ্ণস্য দাসোহস্ম্যহং।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং
হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্।।

হে কৃষ্ণ!
তোমার হতে সমুত্থিত
সমগ্র সংসার।
তোমার লাগি অখিল বিশ্ব
হয়েছে বিস্তার।।
জগতগুরু রক্ষা কর্তা
তোমারে প্রণাম।
চির দিনের আমি তোমার
সেবক হলাম।।
তোমার সেবায় বিঘ্ন যত
অখিলের অরি।
সব ঘুচায়ে তোমার কাছে
রাখো দয়া করি।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী